দারিদ্র্য হ্রাস ও পুষ্টি উন্নয়নে

উজীবিত

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION

দারিদ্র্য হ্রাস ও পুষ্টি উন্নয়নে

উজ্জীবিত

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION

প্রকাশকাল: জুন ২০১৮ ইং

প্রকাশনা উপদেশক

ড. এ কে এম নুরুজ্জামান
উপ-মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

মোঃ আশরাফুল হক
সহকারী মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

আনোয়ার হোসেন
উপ-নির্বাহী পরিচাক, ওয়েভ ফাউন্ডেশন

ইফতেখার হোসেন
উপ-পরিচালক, ওয়েভ ফাউন্ডেশন

সম্পাদনায়

মোঃ আলাউদ্দিন আহমেদ
এ্যাসিসট্যান্ট প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর (টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্স), উজ্জীবিত প্রকল্প, পিকেএসএফ

আব্দুস শুকুর
উপ-পরিচালক, ওয়েভ ফাউন্ডেশন

তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও বিন্যাস

হুমায়ূন কবীর
প্রকল্প সমন্বয়কারী, উজ্জীবিত প্রকল্প, ওয়েভ ফাউন্ডেশন

প্রকাশক

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
৩/১১ ব্লক: ডি, লালমাটিয়, ঢাকা-১২০৭
ফোন ও ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৮১৪৩২৪৫, ৫৮১৫১৬২০ (এক্স: ১২৩)
ই-মেইল: info@wavefoundationbd.org

অলংকরণ ও মুদ্রণ

পাথওয়ে
১১৭/১ শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৯
www.pathway.com.bd

এ প্রকাশনাটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর আর্থিক সহায়তায় পিকেএসএফ এর তত্ত্বাবধানে ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত। এ প্রকাশনার বিষয়বস্তুর বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর কোন মতামত প্রদর্শন করে না।

সূচিপত্র

১	সংস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	০৮
২	প্রকল্প পরিচিতি	১৪
	২.১ প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট	১৪
	২.২ প্রকল্পের কর্ম এলাকার সাধারণ তথ্যাবলী	১৫
	২.৩ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৫
	২.৪ সংস্থার কর্মএলাকা ও লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী	১৫
	২.৫ উজ্জীবিত প্রকল্পের মূল কর্মকাণ্ড সমূহ	১৭
	২.৬ প্রকল্প কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ	২১
৩	একনজরে ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যাতাত্ত্বিক অর্জন	৪১
৪	প্রকল্পের গুণগত অর্জনসমূহ	৪৩
৫	প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য প্রাপ্ত ফলাফল	৪৫
৬	ঘটনা সমীক্ষা	৫৫
	৬.১ প্রকল্পের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ	৬৬
	৬.২ শিক্ষণীয় ও সুপারিশমালা	৬৬
	৬.৩ উপসংহার	৬৬

মুখবন্ধ

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশন জন্মের পর থেকেই বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সংস্থার দীর্ঘ কাজের ধারাবাহিকতায় তৃতীয় কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে বর্তমানে অধিকার ও সুশাসন; কমিউনিটি অর্থায়ন এবং জীবন-জীবিকা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের অধীনে ৯টি কর্মসূচির মাধ্যমে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর আর্থিক সহায়তায় পিকেএসএফ এর তত্ত্বাবধানে টেকসইভাবে বাংলাদেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করার লক্ষ্যে গৃহীত Food Security 2012 Bangladesh - Ujjibito প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে ওয়েভ ফাউন্ডেশন ভাল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কর্ম এলাকার লক্ষ্যভূক্ত সকল খানার পুষ্টি নিরাপত্তা, খাদ্য-বহির্ভূত ক্রয় ক্ষমতা, সম্পদ ভিত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প কর্তৃক অর্জিত সাফল্য এখন কর্ম এলাকায় দৃশ্যমান। সফল বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে প্রকল্পের রয়েছে প্রধান ২টি কম্পোনেন্ট অর্থাৎ (১) কাজের বিনিময়ে অর্থ কার্যক্রম (২) দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। এই প্রকাশনায় উল্লিখিত কম্পোনেন্ট দুটির মৌলিক গুণগত ও সংখ্যাগত দৃশ্যমান অর্জনগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বস্তুত: এগুলো হচ্ছে -'অতিদরিদ্র নারী সদস্য ও তাদের খানার মানসম্মত জীবন যাপনের উপায় সৃষ্টি', 'অতিদরিদ্র নারী সদস্যসহ তাদের খানার স্বাস্থ্য ও পুষ্টির টেকসই উন্নয়ন' এবং 'অতিদরিদ্র নারী সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও তাদের খানার সদস্যদের সামাজিক কর্মকাণ্ড অংশগ্রহণ বৃদ্ধি'র বাস্তব চিত্র।

'কাজের বিনিময়ে অর্থ কার্যক্রম' কম্পোনেন্টের আওতায় লক্ষ্যভুক্ত পরিবারের মধ্যে দুই পর্যায়ে ১২৯০ করে মোট ২৫৮০ পরিবারের অতিদরিদ্র নারীদের জন্য ২ বছর ধরে কাজের বিনিময়ে অর্থ সহায়তা প্রদান করছে বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)। পাশাপাশি 'দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম' কম্পোনেন্টের আওতায় পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে সকল পরিবারকে সহায়তা প্রদান করছে। উল্লেখযোগ্য সহায়তার মধ্যে

রয়েছে, আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড (বসত বাড়িতে সবজি চাষ, কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহার, হাঁস-মুরগি পালন, গাভি পালন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি) বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে সবজি বীজ বিতরণ, প্রাণিসম্পদের টিকা ও কৃমিনাশক ট্যাবলেট প্রদান, নিয়মিত কারিগরি ও ব্যবসায় উন্নয়ন সহায়তা, প্রকল্প সদস্য বা পরিবারের অন্তর্ভূক্ত সদস্যদের বিভিন্ন ট্রেডে ৩মাস ব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণসহ ক্ষেত্র বিশেষে অনুদান ও উপকরণ প্রদান, নমনীয় ঋণ সহায়তা ইত্যাদি। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে লক্ষ্যভুক্ত পরিবারগুলোর আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বকর্মসংস্থান ও মুজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের ফলে এসব পরিবারের দারিদ্রতা হ্রাসসহ সার্বিক জীবনমানের দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটেছে। এই কম্পোনেন্টের আওতায় আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি এসব পরিবারের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, খাদ্যাভ্যাস ও প্রাত্যহিক স্বাস্থ্যাভ্যাসে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে প্রকল্প কর্মী ও লক্ষ্যভুক্ত পরিবারগুলো সমন্বিতভাবে কর্ম এলাকায় সৃষ্টি করেছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। উদাহরণ স্বরূপ পুষ্টিগ্রাম, কিশোরী ক্লাব, আইজিএ ক্লাস্টার, পুষ্টিবান্ধব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, স্বাস্থ্য ক্যাম্প ইত্যাদি।

প্রকল্পের এসব উদ্যোগ এখন আর লক্ষ্যভূক্ত পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কর্ম এলাকার অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। গর্ভবতী, প্রসূতি, দুগ্ধদানকারী মা, নববিবাহিত নারী ও কিশোরীরা পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে এখন বেশ সচেতন। সংশ্লিষ্টদের মধ্যে পুষ্টির মূলনীতি, অপুষ্টিজনিত রোগের লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ সনাক্তকরণ পদ্ধতি, পারিবারিক পুষ্টিকর খাদ্যের পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নিরাপদ পানি ব্যবহারের সুফল, পুষ্টি চাহিদা পূরণে বসতবাড়িতে সবজি চাষ, হাঁস-মুরগি এবং গরু-ছাগল পালনের প্রয়োজনীয়তা, খাদ্যের পুষ্টিমান বজায় রাখতে রান্নায় স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ, প্রাক-গর্ভকালীন পুষ্টি, গর্ভবতী, প্রসূতি ও দুগ্ধদানকারী মায়ের পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে জানা বোঝার পাশাপাশি প্রাত্যহিক জীবনে চর্চার মাধ্যমে তারা সুস্থ জীবন যাপন করছে। উল্লেখ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, প্রজনন ও সামাজিক সমস্যা বিষয়ে কিশোরীদের 'পুষ্টি ও স্বাস্থ্য প্রচারক' হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্ম এলাকায় কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তাদের সরব ও সক্রিয় ভূমিকার কারণে কিশোরী ক্লাবগুলো এখন সামাজিকভাবে স্বীকৃত ও সমাদৃত।

ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লিখিত সৃজনশীল উদ্যোগ একদিকে যেমন প্রকল্পভূক্ত পরিবারের আয়ও সম্পদ বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন তথা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টির টেকসই উন্নয়নসহ সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখছে তেমনি উক্ত শিখনগুলো নতুন ক্ষেত্র সম্প্রসারণের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

মহসিন আলী
নির্বাহী পরিচালক
ওয়েভ ফাউন্ডেশন

সংস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পটভূমি

১৯৯০ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চুয়াডাঙ্গা জেলাধীন দর্শনা শহরে নাগরিক সমাজের সংগঠন ওয়েভ ফাউন্ডেশন -এর আত্মপ্রকাশ। স্বাধীনতার প্রথম দশকে দেশের বাৎসরিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল গড়ে প্রায় ২%। নব্বইয়ের দশক থেকে জিডিপি বাৎসরিক ৫% হারে বাড়তে শুরু করে। তখনও দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৯%। সংসদীয় গণতন্ত্র, সেনা শাসন, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে বাংলাদেশ। ১৯৯০ সালে স্বৈর শাসনের পতনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের পথে নতুন করে অভিযাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশের। তখন নীতি পর্যায়ে মানুষের বহুমুখী অধিকারের কোন স্বীকৃতি ছিল না বললেই চলে। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুশাসন পরিস্থিতির দুর্বলতার পাশাপাশি স্থানীয় শাসনব্যবস্থা ছিল আরও দুর্বল। এ প্রেক্ষাপটে সংস্থা সংগঠিত নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। এই ধারাবাহিকতায় সংস্থা গত ২৫ বছর ধরে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার, টেকসই জীবন-জীবিকার উন্নয়ন এবং সুশাসন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে বহুমুখী ইস্যু নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কর্মসূচি বাস্তবায়ন এপ্রোচের আলোকে বিভিন্ন পর্যায়ে নেটওয়ার্কিং এবং পলিসি এডভোকেসি সংস্থার

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ সময়কালে অর্থনৈতিক ও সামাজিকসহ সকল ক্ষেত্রে জাতি হিসেবে আমাদের অনেক ইতিবাচক অর্জন সাধিত হয়েছে। শ্রমজীবী-দরিদ্র মানুষসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অংশগ্রহণে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে; বিশেষত কৃষকদের সাফল্যে দেশ আজ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। গার্মেন্টস্ শিল্প (যার সিংহভাগ নারী শ্রমিক), রপ্তানীমুখী অন্যান্য শিল্প এবং বিদেশে নিয়োজিত শ্রমশক্তির অংশগ্রহণে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫ সালের আগেই দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশের বেশি কমিয়ে **'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'** (MDG) পূরণ করেছে বাংলাদেশ। পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন সূচক, যথা- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন (enrollment), প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা, নবজাতক ও পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে ৬% এর উপরে প্রবৃদ্ধি (জিডিপি) অব্যাহত আছে।

এ সকল সাফল্যের পাশাপাশি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতাও বিদ্যমান। আমাদের সংবিধানে মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহকে মৌলিক চাহিদা হিসেবে উল্লেখ করা হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকারসমূহের আইনী স্বীকৃতি না থকায় তার বাস্তবায়নও যথাযথভাবে ত্বরান্বিত হচ্ছে না। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (General Economic Division-GED) এর সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন ২০১৫ অনুযায়ী, দেশে এখনো প্রায় ৩ কোটি ৮৫ লাখ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে যা মোট জনসংখ্যার ২৪.৫%। এদের অর্ধেকের সামান্য বেশি ১২.৯ শতাংশ আবার অপরদিকে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতির কারণে পরিকল্পিত উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছেনা। একই সাথে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামগ্রিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উন্নয়নের পাশাপাশি খাদ্যসহ সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, টেকসই জীবন-জীবিকার উন্নয়ন এবং রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ । দেশের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া। দেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট, সংস্থার কাজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিবেচনায় নিয়ে ৩য়

সংস্থার রুপকল্প	সংকল্প	লক্ষ্য	ভূমিকা
একটি ন্যায্য ও সমৃদ্ধ সমাজ।	মানবমর্যাদা, সমতা, জবাবদিহিতা, উন্নত জীবনমান এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সমাজের রূপান্তর।	টেকসই জীবন-জীবিকা সহায়ক সম্পদের উন্নয়ন, অধিকারে অভিগম্যতা, সুশাসন ত্বরান্বিতকরণ এবং আত্মনির্ভর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন।	তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা, জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন ক্ষেত্রে জোট গঠন ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান।

কৌশলগত পরিকল্পনায় (২০১৫-২০২০) 'টেকসই জীবন-জীবিকা সহায়ক সম্পদের উন্নয়ন, অধিকারে অভিগম্যতা, সুশাসন ত্বরান্বিতকরণ এবং আত্মনির্ভর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন'কে সংস্থার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্য অর্জনে সংস্থার সকল কার্যক্রম ১. অধিকার ও সুশাসন; ২. কমিউনিটি অর্থায়ন এবং ৩. জীবন-জীবিকা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন এই ৩টি সেক্টরের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেক্টরসমূহের অধীনে বর্তমানে মোট ৯টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে যেখানে জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং দুর্যোর্গের ঝুকিঁ হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন ক্রস কাটিং ইস্যু। নতুন কৌশলগত পরিকল্পনার অধীনে গৃহীত এ সকল কর্মসূচি ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম আগামী ৫ বছরে সংস্থার লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার প্রণীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও সরকার প্রতিশ্রুত এসডিজি (SDG) বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

লক্ষ্য অর্জনের কৌশলসমূহ

- সেবা সরবরাহ, অধিকারভিত্তিক ও সৃজনশীল রুপান্তরের সমন্বিত কৌশল, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা পূরণ এবং দারিদ্র ও বৈষম্যের কাঠামোকে নাড়া দিতে সক্ষম।
- ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিসরে সংযোগ স্থাপন এবং স্থায়ীত্বশীলতার জন্য নেটওয়ার্কিং, জোট গঠন ও সংগঠন তৈরী, গবেষণা, এডভোকেসি ও ক্যাম্পেইন পরিচালনা।
- সকল প্রকার জীবন-জীবিকা সহায়ক সম্পদ ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সমন্বিত সহায়ক সেবা প্রদান।

প্রধান সেক্টরসমূহ	ক্রস কাটিং ইস্যু	নেটওয়ার্ক ও এলায়েন্স	সক্ষমতা উন্নয়ন উদ্যোগসমূহ	ওয়েভ এন্টারপ্রাইজ
• অধিকার ও সুশাসন • কমিউনিটি অর্থায়ন • জীবন-জীবিকা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন	• জেন্ডার সংবেদনশীলতা • দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন	• গভার্নেন্স কোয়লিশন • লোকমোর্চা • গভার্নেন্স এডভোকেসি ফোরাম • খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ • জাতীয় যুব এসেম্বলী • নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল • আন্তর্জাতিক শান্তি যুব দল • সিভিকাস	• ওয়েভ ট্রেনিং সেন্টার • ওয়েভ অন-ফার্ম ট্রেনিং সেন্টার • ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং সেন্টার • ওয়েভ এগ্রিকালচার ইনষ্টিটিউট	• অঙ্কুর ক্রাফট • অঙ্কুর সিডস • অঙ্কুর এগ্রো মেশিনারীজ

সংস্থার উন্নয়ন সহযোগী

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন; বাংলাদেশ ব্যাংক; ইউরোপীয় ইউনিয়ন; ব্রিটিশ কাউন্সিল; ইফাদ; খ্রীস্টান এইড; হেইফার ইন্টারন্যাশনাল (ইউএসএ); এফকে নরওয়ে; ইডকল; আইডিই; ইউনিসেফ; অক্সফাম; ইউএনডিপি এন্ড এলজিডি; দ্যা এশিয়া ফাউন্ডেশন; ওয়াটার. ওআরজি; ওয়ার্ল্ড ভিশন এবং ব্যুরো অব নন-ফরমাল এডুকেশন।

কর্ম এলাকা, মানব সম্পদ ও অফিস

কর্ম এলাকা ও মানব সম্পদ

বাংলাদেশের খুলনা, বরিশাল, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের ২০ জেলার চার লক্ষাধিক পরিবারের সাথে কাজ করছে। সংস্থায় মোট ১৭০৩ জন (নারী ৬৫০ ও পুরুষ ১০৫৩) কর্মী রয়েছে।

অফিস

ঢাকায় প্রধান কার্যালয় ও দর্শনায় বেইজ অফিস রয়েছে। এছাড়া ৭টি রিজিওনাল, ১৭টি এরিয়া, ৩১টি প্রকল্প, ১০২টি শাখা অফিস ও ২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।

প্রধান কার্যালয়

৩/১১, ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮ ০২ ৮১৪৩২৪৫, ৫৮১৫১৬২০;
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৮১৪৩২৪৫, ৫৮১৫১৬২০ (ইএক্সটি -১২৩)
ই-মেইল ঃ info@wavefoundationbd.org

বেইজ অফিস

দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা
ফোন ও ফ্যাক্স: +৮৮ ০৭৬৩২৫১১৫৯

প্রকল্প পরিচিতি

২.১ প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট ও প্রকল্প সংক্ষেপ

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (General Economic Division-GED) এর সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন ২০১৫ অনুযায়ী, দেশে এখনো প্রায় ৩ কোটি ৮৫ লাখ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৪.৫% । এদের অর্ধেকের সামান্য বেশি অর্থাৎ ১২.৯ শতাংশ আবার অতি-দরিদ্র। এই অতিদরিদ্র লক্ষিত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই তাদের মৌলিক চাহিদা বিশেষত: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, কৃষিসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আবদ্ধ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে তার সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করলেও সুবিধা বঞ্চিত অতিদরিদ্রদের জন্য ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে ২০০৪ সাল থেকে। এ কার্যক্রমের আওতায় পিকেএসএফ অতিদরিদ্রদের ঋণ সেবা প্রদানের পাশাপাশি ক্ষেত্র বিশেষ প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য সেবা যেমন -প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, দুর্যোগ মোকাবেলায় সামর্থ্য বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রদান করছে। বর্তমান সময়ের সাথে সাথে মাঠ পর্যায়ে চাহিদার ভিত্তিতে এবং এমডিজি অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পিকেএসএফ অতিদরিদ্রদের জন্য Food Security 2012 Bangladesh - Ujjibito শীর্ষক প্রকল্পটি নভেম্বর ২০১৩ থেকে তার ৩৮টি নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার (ওয়েভ ফাউন্ডেশন তাদের মধ্যে অন্যতম) মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের শুরুতে অর্থাৎ বিগত ২৮/০৫/২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে একটি Financing Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট দু'টি: (১) কাজের বিনিময়ে অর্থ কার্যক্রম এবং (২) দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কাজের বিনিময়ে অর্থ কার্যক্রম এবং পিকেএসএফ দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য অংশের নাম Rural Employment and Road Maintenance Programme-2 (RERMP-2) এবং পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য অংশের নাম Ultra Poor Programme (UPP)-Ujjibito। পিকেএসএফ তার নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে প্রকল্পের Ultra Poor Programme (UPP)-Ujjibito কম্পোনেন্টটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পটি অতিদরিদ্র জনগণকে বিভিন্ন দক্ষতা

বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে সবজি বীজ বিতরণ, প্রাণিসম্পদের টিকা ও কৃমিনাশক ট্যাবলেট প্রদানসহ নিয়মিত কারিগরি ও ব্যবসায় উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কর্ম এলাকার সাধারণ মানুষের বিশেষত: অতিদরিদ্র পরিবারগুলোর জীবনে নতুন করে ভালভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখিয়েছে। প্রকল্প কর্মী ও লক্ষ্যভুক্ত পরিবারগুলোর নিরলস প্রচেষ্টার ফলাফল হিসেবে কর্ম এলাকায় প্রকল্পের দৃশ্যমান ইতিবাচক পরিবর্তন যেমন: পুষ্টি গ্রাম, কিশোরী ক্লাব, আইজিএ ক্লাস্টার, পুষ্টিবান্ধব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, অতিদরিদ্র সদস্যদের মাঝে আয়-বর্ধক খাতে অনুদান প্রদান ইত্যাদি এখন সকলের কাছে দৃষ্টিগ্রাহ্য ও প্রশংসিত। প্রকল্পের এসব সেবা ও সমন্বিত উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট এলাকার অতিদরিদ্র জনগণের জীবনমানের সামগ্রিক উন্নয়নে কার্যকরভাবেই অবদান রাখছে।

উজ্জীবিত প্রকল্পের সৃজনশীল উদ্যোগসমূহ -উজ্জীবিত বাড়ি, উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব, উজ্জীবিত ক্লাস্টার বাড়ি, উজ্জীবিত পুষ্টি গ্রাম এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রিক উজ্জীবিত পুষ্টি ফোরাম ইত্যাদি অতিদরিদ্র জনগণের জীবনমানের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

২.২ প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী

মেয়াদকাল: নভেম্বর ২০১৩ হতে এপ্রিল ২০১৯।

২.৩ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল, "টেকসইভাবে বাংলাদেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করা"। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল, 'কর্মএলাকায় বসবাসরত প্রায় ৩.২৫ লক্ষ নারী-প্রধান এবং অতিনাজুক অতিদরিদ্র খানাকে চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসইভাবে প্রাগ্রসর করা'। এ লক্ষ্য অর্জনে এ সকল খানার পুষ্টি নিরাপত্তা, খাদ্য-বহির্ভূত ক্রয় ক্ষমতা, সম্পদ ভিত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে সহায়তা করা।

প্রত্যাশিত ফলাফল (সকল এলাকায়)

ফলাফল ১: ১৮,৭০০ অতিদরিদ্র নারী উপকারভোগী এবং তাদের খানার মানসম্মত জীবনযাপনের (decent standard of living) অবলম্বন/ উপায় সৃষ্টি হবে।

ফলাফল ২: ১৮,৭০০ অতিদরিদ্র নারী উপকারভোগী এবং তাদের খানার স্বাস্থ্য ও পুষ্টির টেকসই উন্নয়ন হবে।

ফলাফল ৩: ১৮,৭০০ অতিদরিদ্র নারী উপকারভোগীর ক্ষমতায়ন এবং তাদের খানার সদস্যদের সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

২.৪ সংস্থার কর্মএলাকা ও লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী

ওয়েভ ফাউন্ডেশন খুলনা বিভাগের ৫টি জেলার (চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও মাগুরা) ২৩টি উপজেলাধীন ২১৮টি ইউনিয়নে (এর মধ্যে RERMP-2 এর অধীন ১২৯টি ইউনিয়ন) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত UPP-Ujjibito প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট লক্ষভূক্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১৯,৯৯০ জন। এর মধ্যে RERMP-2 এর অধীন ১২৯০ জন এবং 'অতিদরিদ্রদের জন্য ঋণ কার্যক্রম' এর অধীন ১৮৭০০ জন।

ওজন বৃদ্ধির চার্ট

২.৫ উজ্জীবিত প্রকল্পের মূল কর্মকাণ্ড সমূহ

দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ

কারিগরি সহায়তা

পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম

উজ্জীবিত প্রকল্পের দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং সচেতনা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম।

পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম

১. পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সাধারণ দলীয় আলোচনা (ইউপি ও আরইআরএমপি-২)

২. গর্ভবতী মহিলার বাড়ি পরিদর্শন

৩. দুগ্ধদানকারী (০-৬ মাস বয়সী শিশু) মা'র বাড়ি পরিদর্শন

৪. ০-২৩ মাস বয়সী শিশুর বাড়ি পরিদর্শন

৫. ২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশুর বাড়ি পরিদর্শন

৬. সদস্যদের বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও টিপিট্যাপ নিশ্চিতকরণ

৭. কিশোরী ক্লাবে পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা

৮. ঝরে পড়া শিশুকে পুণরায় স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করা

৯. কমিউনিটি ইভেন্টস আয়োজন করা

১০. কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে সংযোগ স্থাপন

১১. উজ্জীবিত পুষ্টি ফোরাম (মাধ্যমিক বিদ্যালয়) গঠন

১২. উজ্জীবিত পুষ্টি ফোরাম (প্রাথমিক বিদ্যালয়) গঠন

১৩. উজ্জীবিত পুষ্টি গ্রাম গঠন

১৪. ঝুঁকি তহবিল প্রদান

২.৬ প্রকল্প কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ

কারিগরি বিষয়ে দলীয় আলোচনা

ইউপি (Ultra Poor) সদস্যদের ক্ষেত্রে মাঠকর্মী কর্তৃক সমিতির নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা শেষে এবং আরইআরএমপি-২ সদস্যদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের কারিগরি বিষয়ে প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল) দৈনিক কমপক্ষে ২টি সমিতিতে দলীয় আলোচনা করেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আলোচনার বিষয়গুলো হল- মৌসুমভিত্তিক ফসল চাষ বিষয়ক কর্মকাণ্ড, প্রাণিসম্পদ পালনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও চর্চা এবং অকৃষিজ আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি। অতিদরিদ্রদের জন্য গঠিত প্রতি সমিতিতে ২ মাস পর পর অর্থাৎ এক বছরে প্রোগ্রাম অফিসার টেকনিক্যাল মোট ৬টি সেশন পরিচালনা করে থাকেন। এর ফলে অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ আলোচনা থেকে প্রাপ্ত শিখন তাদের প্রাত্যহিক জীবনে চর্চা করে পারিবারিক জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছেন।

নিয়মিত বাড়ি/জমি পরিদর্শন

প্রোগ্রাম অফিসার টেকনিক্যাল ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্টের আওতাভূক্ত সমিতির সদস্যদের সরেজমিনে বাড়ি/জমি পরিদর্শন করে সদস্যগণ কর্তৃক গৃহীত ঋণের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে তাদের উপযোগী ও লাভজনক আইজিএ স্থাপনে সহায়তা প্রদান, বসতবাড়িতে সবজির খামার স্থাপন নিশ্চিত করা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যকে প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট খাতে মডেল আইজিএ স্থাপনে সহায়তা প্রদান, বিদ্যমান আইজিএ'র সফল বাস্তবায়নে কারিগরি দিকনির্দেশনা প্রদানসহ বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। প্রোগ্রাম অফিসার টেকনিক্যাল কর্তৃক নিয়মিত বাড়ি/জমি পরিদর্শনের ফলে একদিকে সদস্যগণ উদ্বুদ্ধ হয়ে বাস্তবে চর্চা করছেন এবং এসব দেখে প্রকল্পের বাইরে গ্রামের অন্যান্য জনগণ/পরিবারও এরকম উদ্যোগ নিজেরা বাস্তবায়ন শুরু করেছেন।

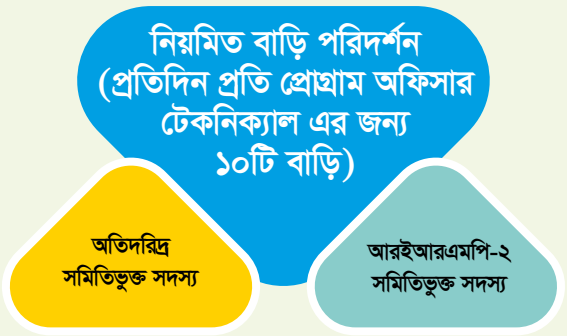

সবজি বীজ বিতরণ

প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল) বসতবাড়িতে সবজি চাষের জন্য মাঠকর্মীর মাধ্যমে আরইআরএমপি-২ সদস্যভুক্ত সমিতিসহ সকল ইউপি সমিতিতে বিভিন্ন ধরনের সবজি বীজ বিতরণ করার পর সদস্যগণ যাতে তা বপন ও যথাযথ পরিচর্যা করেন তা নিশ্চিত করে থাকেন। এর ফলে সদস্যগণ সারা বছরব্যাপী বসত বাড়িতে সবজি চাষের মাধ্যমে বিষমুক্ত সবজি খেয়ে একদিকে পুষ্টির অভাব দূর করেন এবং অনেকেই পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি সবজি বাজারে বিক্রি করে বাড়তি আয়ও করে থাকেন। উল্লেখ্য, প্রতিটি শাখায় বেশি করে বীজ বিতরণের মাধ্যমে কিছু আধা-বাণিজ্যিক খামারও স্থাপন করা হয়ে থাকে।

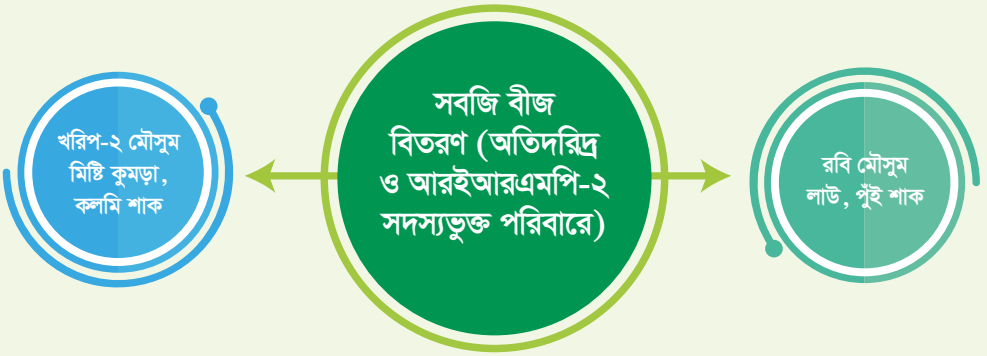

সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ

- 'আয় ও ব্যবসায়িক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নতুন প্রযুক্তিসমূহ হাতে-কলমে শিক্ষাদান' বিষয়ে ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র সমিতির সদস্যদের ২দিন ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়নমূলক কৃষিজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী নারীকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতিটি ব্যাচে শুধুমাত্র ২৫ জন নারী সদস্যকে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- অতিদিরিদ্র সমিতির নারী সদস্যগণকে কৃষিজ ও প্রাণিসম্পদ খাতে আয়-বর্ধক কর্মকাণ্ড হাতে নিতে যেমন- বসত বাড়িতে সবজি চাষ, কেঁচোসার উৎপাদন ও ব্যবহার, হাঁস-মুরগি পালন, গাভি পালন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- স্ব-কর্মসংস্থান এবং মুজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের উপকারভোগী সম্ভাবনাময় ও উপযোগী নারী সদস্যগণকে যথাক্রমে ১৫দিন ব্যাপী নক্শী ও ব্লক-বাটিক, বাঁশ ও বেত এর কাজ বিষয়ে এবং ৩০ দিন ব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/ সদস্যদের মেয়েকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। সেলাই বিষয়ক অকৃষিজ প্রশিক্ষণ এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের একটি। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামের অতিদরিদ্র নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদেরকে নিয়মিত আয়-বর্ধক কর্মকাণ্ডেও সম্পৃক্ত করা হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সেলাইয়ের কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণের ফলে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর স্থায়ীভাবে দারিদ্র হ্রাসের সম্ভবনা তৈরি হয়েছে। প্রতিটি ব্যাচে ২৫ জন নারী সদস্যকে ৩০ দিন ব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্স শুরুর দিনই প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থীকে আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণসহ একটি করে স্বীকৃত ব্রান্ডের নতুন সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়।
- স্থানীয় পর্যায়ে অতিদরিদ্র সদস্যদের প্রশিক্ষণ চাহিদা এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে এমন ট্রেডের ভিত্তিতে প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্র সদস্য এবং আরইআরএমপি-২ সদস্য কিংবা তাদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের ২মাস ব্যাপী ভ্রাম্যমাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১৩ ও ১২ জন করে মোট দুই ব্যাচে ২৫ জন সদস্য নিয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়।
- আমাদের দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা দুর্বল কিংবা আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে অতিদরিদ্র পরিবারের ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে বয়স এমন ছেলে মেয়েরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা জীবন সমাপ্তির আগেই তাদের জীবনকে সুপ্রসন্ন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন হয়ে ওঠে গ্লানিময় ও সবার কাছে অবহেলিত। আর এসব বঞ্চনার কারণেই তাদের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তারা নেশা কিংবা অপরাধমূলক কাজের সাথে মিশে যায়। নষ্ট হয়ে যায় তাদের জীবন। অকালে তাদের এই সম্ভাবনাময় জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন এর আর্থিক সহায়তায় উল্লিখিত বিভিন্ন খাতে কর্মমূখী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যগণ নিজ উদ্যোগে কিংবা সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করে বিভিন্ন আয়-বর্ধক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেকেই

সফল হয়েছে ও বাকিরা সফলতার পথে। উল্লেখ্য, এসব প্রশিক্ষণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সরকারি সমাজসেবা ও যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, পৌর মেয়র, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান প্রমূখগণের উপস্থিতির ফলে প্রকল্প সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হচ্ছে এবং পিকেএসএফ ও সংস্থার সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

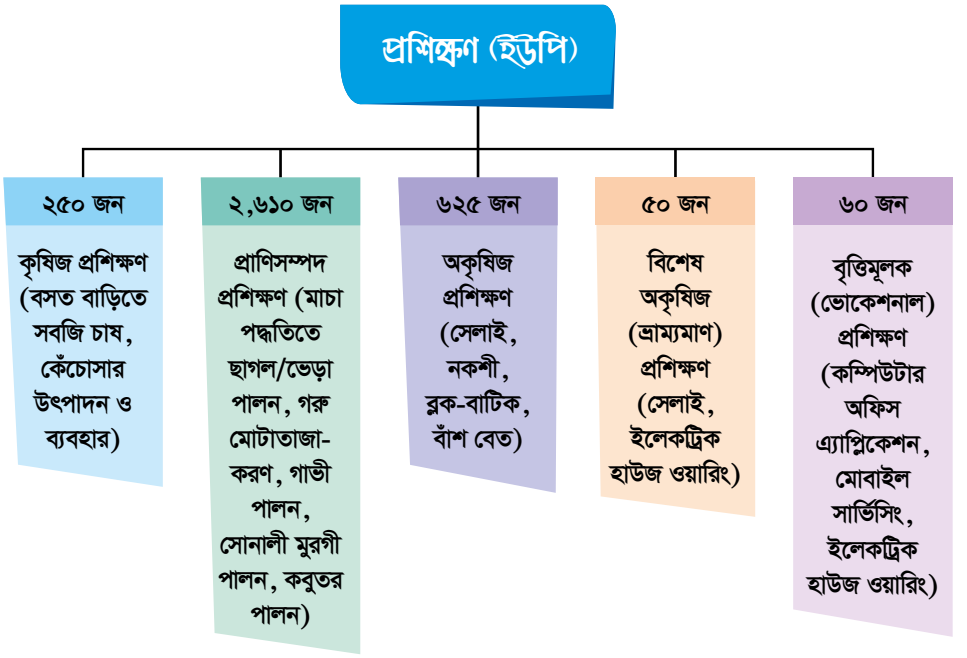

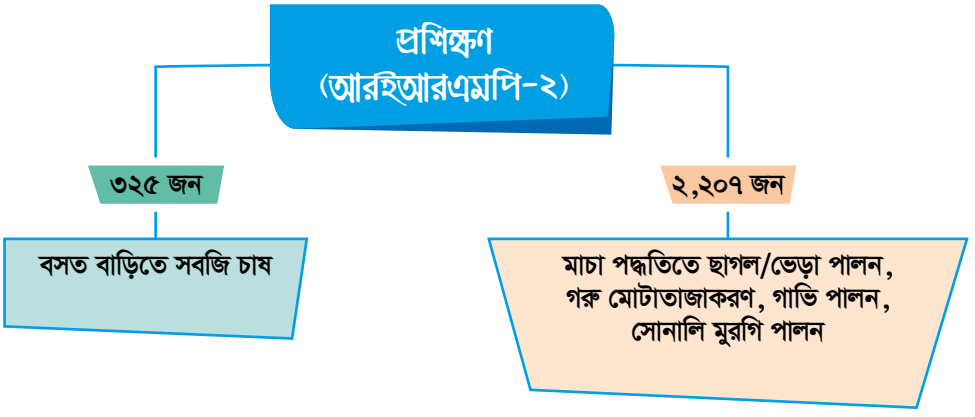

টিকা ও কৃমিনাশক বড়ি

প্রকল্পের আওতায় অতিনাজুক সদস্যদের বিনামূল্যে প্রাণিসম্পদের টিকা (পিপিআর, আরডিভি, বিসিআরডিভি) প্রদান এবং কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। প্রকল্প এলাকায় সাব-ক্যাম্প ভিত্তিক ২-৪টি সমিতির সমন্বয়ে টিকা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

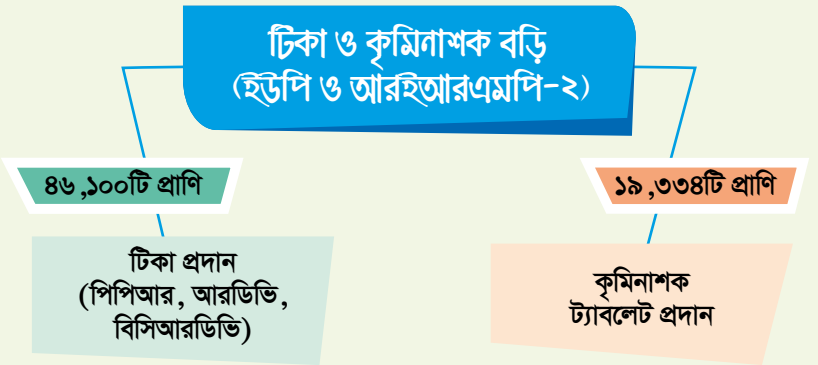

ঋণ ও অনুদানের মাধ্যমে মডেল খামার স্থাপন

সাধারণত: আমাদের দেশে গ্রামে বসবাসরত অতিদরিদ্র সদস্যগণ কারিগরি জ্ঞানের অভাবে মডেল আইজিএ বাস্তবায়নে সঠিকভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে না। শুধুমাত্র ঋণ গ্রহণ করে সেই অর্থ যে কোন আইজিএ খাতে বিনিয়োগ করা সদস্যগণ ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেন। এক্ষেত্রে, তাদের এই ঝুঁকি নিরসনে প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল) সদস্যগণকে উপযোগী আইজিএ খাত নির্বাচনে সহযোগিতা প্রদানসহ তা সফলভাবে বাস্তবায়নে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। এর ফলে সদস্যগণ তাদের চাহিদা ও এলাকা উপযোগী খাতকে প্রাধান্য দিয়ে বসত বাড়িতে সবজি চাষ, কেঁচোসার উৎপাদন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, গাভি পালন, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে খামার স্থাপন করে থাকে। আবার প্রকল্পের মাধ্যমে অতিনাজুক সদস্যগণকে বিভিন্ন আইজিএ যেমন- কেঁচোসার উৎপাদন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, জমি বন্ধক, কবুতর পালন, মুরগী পালন, উজ্জীবিত বাড়ি তৈরি, নার্সারী স্থাপন, কোয়ের পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা ইত্যাদি বাস্তবায়নে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

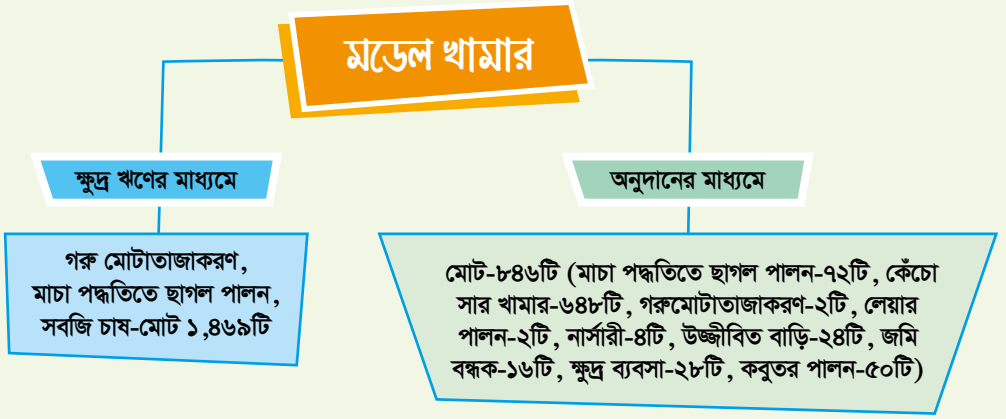

পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক দলীয় আলোচনা সভা

কর্ম এলাকার জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রাত্যহিক জীবনে শিখনগুলো চর্চার জন্য প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল) অতিদরিদ্র সদস্যদের নিয়ে গঠিত সমিতির দলীয় সভায় গর্ভবতী, প্রসূতি, নববিবাহিত মহিলাদের দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখযোগ্য দলীয় আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে -পুষ্টির মূল নীতিসমূহ, অপুষ্টিজণিত রোগের লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ সনাক্তকরণ পদ্ধতি, পারিবারিক পুষ্টিকর খাদ্যের পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নিরাপদ পানির ব্যবহার, পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য বসতবাড়িতে মৌসুম ভিত্তিক সবজি চাষ এবং হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন, খাদ্যের পুষ্টিমান বজায় রাখার জন্য রান্নায় স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ, প্রাক-গর্ভকালীন পুষ্টি, গর্ভবতী, প্রসূতি ও দুগ্ধদানকারী মায়ের পুষ্টি ইত্যাদি। নিয়মিত ও ধারাবাহিক আলোচনার ফলে কর্ম এলাকায় পুষ্টি ও প্রজননসহ সাধারণ স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্যাভ্যাস বিষয়ে প্রকল্পভূক্ত সদস্যগণসহ সাধারণ মানুষ উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং শিখনগুলো প্রাত্যহিক জীবনে চর্চা করে সুস্থ জীবন যাপন করছে।

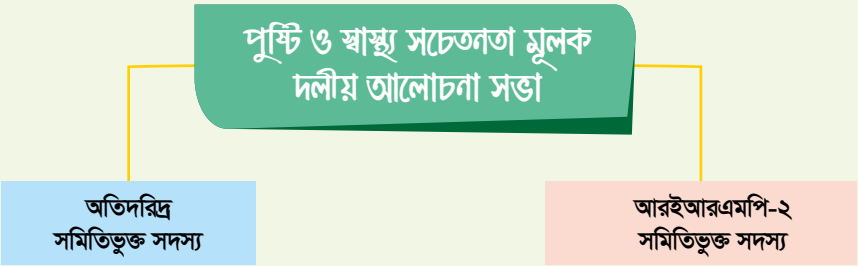

বাড়ি পরিদর্শন

প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল) গর্ভবতী মহিলা, দুগ্ধদানকারী মা (০ থেকে ৬ মাস), ০ থেকে ২৩ মাস বয়সী শিশু এবং ২৪ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুর বাড়ি পরিদর্শন করেন, তথ্যসমূহ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করেন এবং মনিটরিং কার্ড ও ১০০০ দিনের পোষ্টার প্রদান করে থাকেন। প্রতি দুই মাস অন্তর পুণরায় ঐসব বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে রেজিষ্টার ও মনিটরিং কার্ড হালনাগাদ করেন। পরিদর্শনের সময় গর্ভবতী মহিলার মূয়াক, ওজন, প্রেসার মাপেন ও তা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি অপুষ্টিতে (মাঝারি ও তীব্র) আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ হাসপাতালে রেফার করেন। আবার দুগ্ধদানকারী মা (০ থেকে ৬ মাস), ০ থেকে ২৩ মাস বয়সী শিশু এবং ২৪ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুর ক্ষেত্রেও মূয়াক ও ওজন মাপেন এবং তা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করেন। একইভাবে অপুষ্টিতে (মাঝারি ও তীব্র) আক্রান্ত শিশুকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ হাসপাতালে রেফার করেন। ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুকে (০ হতে ৫৯ মাস বয়সী) ওরস্যালাইন ও জিংক ট্যাবলেট খাওয়ানোর পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি সদস্যদের বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও টিপিট্যাপ তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল) কর্তৃক নিয়মিত এসব কাজের ফলে কর্ম এলাকায় অতিদরিদ্র পরিবার তথা পার্শ্ববর্তী কমিউনিটির সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্রমেই উন্নয়ন ঘটছে।

উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব

পুষ্টি, স্বাস্থ্য, প্রজনন ও সামাজিক সমস্যা বিষয়ে কিশোরীদের সচেতন করা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে কিশোরীদেরকে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য প্রসারক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পের কর্ম এলাকায় ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সী কমপক্ষে ৮ জন কিশোরীর সমন্বয়ে কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়। কিশোরী ক্লাবে একটি সুনির্দিষ্ট ঘর ও সাইন বোর্ড থাকে, যেখানে কিশোরীরা সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন করে মাসে মোট চার দিন বিকালে সমবেত হয় এবং পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য, সাধারণ স্বাস্থ্য ও সামাজিক ইস্যু বিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা, শিখন বিনিময় ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম (যেমন- খেলাধুলা, গান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বই পড়া, কবিতা/ছড়া লেখা, আবৃত্তি চর্চা ইত্যাদি) পরিচালনা করে থাকে। প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল) এবং প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল) মাঝে মাঝে কিশোরীদের সাপ্তাহিক সভায় অংশগ্রহণ ও আলোচনা করেন। এর ফলে এসব কিশোরীরা তাদের কমিউনিটিতে এককভাবে বা দলীয়ভাবে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য প্রসারক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে বিধায় সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির সাধারণ মানুষ পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য, সাধারণ স্বাস্থ্য ও সামাজিক বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ও স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা করছে।

উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব (মোট ৬০টি)

১. প্রতিটি ক্লাবে ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি রয়েছে। ক্লাবের প্রত্যেকে মাসে ১০ টাকা করে চাঁদা সংগ্রহ করে সামাজিক উদ্যোগ নিয়ে থাকে।

২. কিশোরীরা সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন করে মাসে মোট চার দিন বিকালে সমবেত হয়।

৩. প্রোগ্রাম অফিসার (সোস্যাল) মাসে যে কোন একদিন ক্লাবের সভায় উপস্থিত থেকে সেশন পরিচালনা করে থাকেন।

৪. উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব নামে ১টি রেজিস্টার এবং ১টি ফাইল সংরক্ষণ করা হয়।

৫. ক্লাবের সকল কিশোরীদের সকল টিকা নিশ্চিত করা হয়।

৬. প্রতি ৬ মাসে একটি করে বছরে ২টি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।

৭. প্রতিটি ক্লাবে একটি বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ কমিটি কাজ করে।

৮. ক্লাবের সদস্যরা পুষ্টি গ্রামের সকল বাড়ি মাসে কমপক্ষে একবার পরিদর্শন করে।

৯. পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা মূলক আলোচনা, শিখন বিনিময় ও বিনোদন কার্যক্রম (যেমন-খেলাধুলা, গান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বই পড়া, কবিতা/ছড়া লেখা, আবৃত্তি চর্চা ইত্যাদি) পরিচালনা করে।

১০. ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সী কমপক্ষে ৮ জন কিশোরীর সমন্বয়ে কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়।

ঝরে পড়া শিশুকে পুনরায় স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করা

বাংলাদেশের অনেক মানুষ এখনও দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে বিধায় শিক্ষার হারও তুলনামূলকভাবে কম। এক্ষেত্রে, গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে উজ্জীবিত প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কর্মএলাকায় প্রতিটি শাখার অতিদরিদ্র সদস্যদের নিয়ে গঠিত সমিতির সদস্যদের ছেলেমেয়েরা যাতে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল) বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঝরে পড়া শিশুদের চিহ্নিত করেন, তাদের মা-বাবার সাথে শিক্ষার সুফল-কুফল নিয়ে কথা বলেন এবং পরবর্তীতে তাদেরকে বুঝিয়ে পুনরায় স্কুলে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করে থাকে। এই প্রক্রিয়া থেকে প্রতিবন্ধী শিশুরাও বাদ যায় না।

কমিউনিটি ইভেন্টস আয়োজন

অতিদরিদ্র ও আরইআরএমপি-২ পরিবারভূক্ত সদস্যদের ক্ষুধা ও দারিদ্র অবস্থা থেকে টেকসইভাবে উত্তরণের লক্ষ্যে উজ্জীবিত প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পভূক্ত পরিবারের অনেক সদস্য যথাযথ স্বাস্থ্যসেবার অভাবে নানাবিধ অসুস্থতা ও অপুষ্টিতে ভুগছে, যা তাদের পরিবারে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনতে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। এছাড়া, অধিকাংশ সদস্য তাদের রক্তের গ্রুপ কি তা তারা জানে না। বিশেষ করে কিশোরী এবং প্রজননক্ষম মহিলাদের জন্য রক্তের গ্রুপ জানা খুবই প্রয়োজন। তাই প্রকল্পের কমিউনিটি ইভেন্টস এর আওতায় রক্তের গ্রুপ নির্ণয় এবং স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করার ফলে প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের এলাকায় বসেই সরাসরি স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

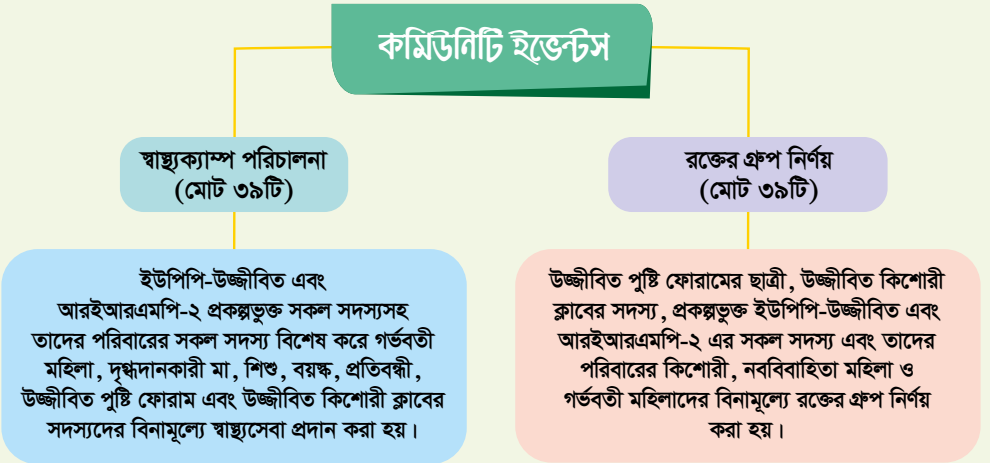

উজ্জীবিত পুষ্টি ফোরাম (মাধ্যমিক বিদ্যালয়)

বাংলাদেশে বর্তমানে ১০-১৯ বছর বয়সী প্রায় ৮৮.৫ লাখ কিশোরী রয়েছে এবং বর্তমানে দেশে ২৮,৬৪৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৫৪,২৩,৮২৭ জন ছাত্রী/কিশোরী পড়ালেখা করছে। যারা খুব দ্রুত প্রজনন বয়সে প্রবেশ করছে এবং তারাই আগামী দিনের মা। দেশে শতকরা ৬৬ শতাংশ মেয়েকে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে দেওয়া হয় এবং বিয়ের কারণে মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে কিশোরী ঝরে পড়ার হার প্রায় ৫২ শতাংশ। কিশোরীদের পুষ্টিগত অবস্থা খুবই নাজুক। দেশের কিশোরীদের প্রায় অর্ধেক খর্বাকৃতির (বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম) এবং প্রায় ৪৩ শতাংশ কিশোরী রক্ত স্বল্পতায় ভুগছে। গ্রামের তিনজন কিশোরীদের একজন কৃশকায় (বয়সের তুলনায় ওজন কম)। ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় যে সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিশেষ করে বালিকা বিদ্যালয়ে প্রকল্পভূক্ত পরিবারের কিশোরীরা বেশী রয়েছে সেখানে উজ্জীবিত পুষ্টি ফোরাম (মাধ্যমিক বিদ্যালয়) গঠন ও পুষ্টি কর্ণার স্থাপনের মাধ্যমে কিশোরীদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। Child-to-Child Approach এর মাধ্যমে কিশোরীরা নিজেরা নিজেদের গ্রোথ মনিটরিং করে থাকে এবং পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অন্যদের জানায়। ইতোমধ্যে সংস্থার প্রকল্প এলাকায় ৪৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মনোনীত করা হয়েছে, যেখানে প্রায় ৭,৯১৪ জন ছাত্র/কিশোরী রয়েছে। এ সকল বিদ্যালয়ে প্রকল্পে প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল) পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নিয়মিত সেশন পরিচালনা করে থাকেন। এর ফলে প্রকল্প এলাকার কিশোর/ কিশোরীরা তাদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হচ্ছে, স্বাস্থ্যাভ্যাসে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে এবং কমিউনিটির অন্যান্য কিশোর-কিশোরীদের মাঝেও তাদের শিখনগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে।

উজ্জীবিত পুষ্টি ফোরাম (প্রাথমিক বিদ্যালয়)

বর্তমানে বাংলাদেশে ১,২২,১৭৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১,৯০,৬৭,৭৬১ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে। শিশু অপুষ্টি বাংলাদেশের অন্যতম একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা। অপুষ্টির কারণে একদিকে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে, অন্যদিকে পড়ালেখায় অমনোযোগী থাকছে বিধায় এক পর্যায়ে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে। এই বিপুল সংখ্যক শিশুদেরকে খাদ্যাভ্যাস, ব্যক্তিগত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, গ্রোথ মনিটরিং, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করতে পারলে অনেকাংশে অপুষ্টি থেকে রক্ষা পেতে পারে। উজ্জীবিত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকল্পভূক্ত পরিবারের শিশুরা বেশী রয়েছে সেখানে উজ্জীবিত পুষ্টি ফোরাম গঠন করে পুষ্টি কর্ণার স্থাপনের মাধ্যমে শিশুদেরকে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। Child-to-Child Approach এর মাধ্যমে শিশুরা নিজেরা নিজেদের গ্রোথ মনিটরিং করছে এবং পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অন্যদের জানাচ্ছে। ইতোমধ্যে সংস্থার প্রকল্প এলাকায় ৪০টি বিদ্যালয় মনোনীত করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যেখানে ১১,৩২২ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এ সকল বিদ্যালয়ে প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল) পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নিয়মিত সেশন পরিচালনা করছে। নির্বাচিত সকল বিদ্যালয়ে পুষ্টি কর্ণারও স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই তাদের গ্রোথ মনিটরিং করছে। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিশোর/কিশোরীদের ন্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিশুরাও (ছাত্র-ছাত্রী) তাদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হচ্ছে, স্বাস্থ্যাভ্যাসে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে এবং কমিউনিটির অন্যান্য শিশুদের মাঝেও তাদের শিখনগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে।

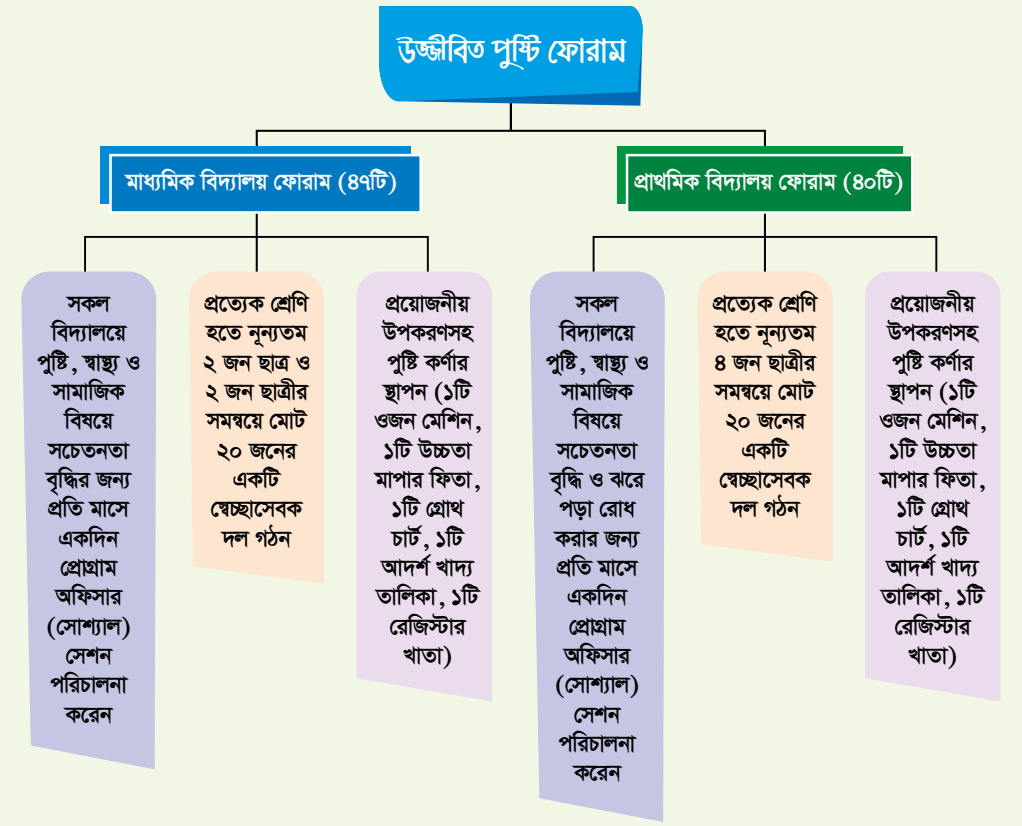
উজ্জীবিত পুষ্টি ফোরাম
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফোরাম (৪৭টি)
প্রাথমিক বিদ্যালয় ফোরাম (৪০টি)
সকল বিদ্যালয়ে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি মাসে একদিন প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল) সেশন পরিচালনা করেন
প্রত্যেক শ্রেণি হতে নূন্যতম ২ জন ছাত্র ও ২ জন ছাত্রীর সমন্বয়ে মোট ২০ জনের একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন
প্রয়োজনীয় উপকরণসহ পুষ্টি কর্ণার স্থাপন (১টি ওজন মেশিন, ১টি উচ্চতা মাপার ফিতা, ১টি গ্রোথ চার্ট, ১টি আদর্শ খাদ্য তালিকা, ১টি রেজিস্টার খাতা)
সকল বিদ্যালয়ে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধ করার জন্য প্রতি মাসে একদিন প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল) সেশন পরিচালনা করেন
প্রত্যেক শ্রেণি হতে নূন্যতম ৪ জন ছাত্রীর সমন্বয়ে মোট ২০ জনের একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন
প্রয়োজনীয় উপকরণসহ পুষ্টি কর্ণার স্থাপন (১টি ওজন মেশিন, ১টি উচ্চতা মাপার ফিতা, ১টি গ্রোথ চার্ট, ১টি আদর্শ খাদ্য তালিকা, ১টি রেজিস্টার খাতা)

উজ্জীবিত পুষ্টি গ্রাম

গ্রামে বসবাসরত জনসাধারণকে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করার মাধ্যমে অপুষ্টি দূর করার জন্য প্রকল্প এলাকায় পুষ্টি গ্রাম/ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে। পুষ্টি গ্রামের প্রতিটি বাড়ির সদস্যগণ শাক-সবজি চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ও নিরাপদ পানি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও চর্চা করার সুফল এবং সাধারণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বার্তাসমূহ সম্পর্কে জানে ও মানে।

সদস্যদের বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ও টিপিট্যাপ নিশ্চিতকরণ

প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল) প্রকল্প এলাকায় নিয়মিত সদস্যদের বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে সকল বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ও হাত ধোয়ার জন্য টিপিট্যাপ পদ্ধতি ব্যবহার নিশ্চিত করছেন। এতে করে প্রকল্প এলাকায় মানুষের স্বাস্থ্যাভ্যাসের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে।

ঝুঁকি তহবিল প্রদান

অতিনাজুক খানাকে চরম দারিদ্র অবস্থা থেকে টেকসইভাবে উত্তরণের লক্ষ্যে উজ্জীবিত প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় যে, পরিবারের কোন কর্মক্ষম সদস্যের মৃত্যু, মারাত্মক দুর্ঘটনা, দুরারোগ্য ও জটিল ব্যাধি, সিজারিয়ান ডেলিভারি, প্রতিবন্ধিতার কারণে অধিকতর দারিদ্রতায় নিমজ্জিত ইত্যাদি কারণে বেশিরভাগ পরিবারই ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে। উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় এ ধরনের ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উক্ত পরিবারের সঞ্চয় ও সম্পদ নিঃশেষ হওয়া রোধ করার পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে নিয়মিত আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে যাতে তারা চরম দারিদ্র অবস্থা থেকে টেকসইভাবে বেরিয়ে আসে।

একনজরে ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যাতাত্ত্বিক অর্জন

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	অর্জন
১	**কৃষিজ খাতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (ইউপি)**	
১.১	বসতবাড়িতে সবজি চাষ	২৫০ জন
১.২	কেঁচো সার উৎপাদন এবং ব্যবহার	৮৫০ জন
২	**কৃষিজ খাতে প্রশিক্ষণ (আরইআরএমপি-২)**	
২.১	বসতবাড়িতে সবজি চাষ	৩২৫ জন
৩	**প্রাণিসম্পদ খাতে প্রশিক্ষণ (ইউপি)**	
৩.১	মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন	১,৩০০ জন
৩.২	গরু মোটাতাজাকরণ	১,১৮৫ জন
৩.৩	গাভি পালন	৭৫ জন
৩.৪	সোনালী মুরগি পালন	২৫০ জন
৩.৫	কবুতর পালন	৫০ জন
৪	**প্রাণিসম্পদ খাতে প্রশিক্ষণ (আরইআরএমপি-২)**	
৪.১	মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন	১,৫১৭ জন
৪.২	গরু মোটাতাজাকরণ	৪১৫ জন
৪.৩	গাভি পালন	৭৫ জন
৪.৪	সোনালী মুরগি পালন	২০০ জন
৫	**অকৃষিজ খাতে প্রশিক্ষণ (ইউপি)**	
৫.১	সেলাই প্রশিক্ষণ	৪২৫ জন
৫.২	হস্তশিল্প (কারচুপি, টুপি, ব্লক-বাটিক, বাঁশ বেতের কাজ ইত্যাদি)	২০০ জন
৫.৩	বিশেষ অকৃষিজ (ভ্রাম্যমান) প্রশিক্ষণ (সেলাই ও ইলেকট্রিক হাউজ ওয়ারিং)	৫০ জন
৫.৪	বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) প্রশিক্ষণ	৬০ জন
৬	কারিগরি সেবা বিষয়ে দলীয় আলোচনা সেশন	১২,৯৫৪টি
৭	বাড়ি/জমি পরিদর্শন (ইউপি ও আরইআরএমপি-২)	৯২,০৬২টি
৮	**অনুদানের মাধ্যমে মডেল খামার স্থাপন**	
৮.১	মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন	৭২টি
৮.২	কেঁচো সার উৎপাদন খামার	৬৪৮টি
৮.৩	গরু মোটাতাজাকরণ খামার	২টি

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	অর্জন
৮.৪	লেয়ার পালন খামার	২টি
৮.৫	নার্সারী স্থাপন	৪টি
৮.৬	আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ি	২৪টি
৮.৭	জমি বন্ধক ও বছরব্যাপী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবজি চাষ	১৬টি
৮.৮	ক্ষুদ্র ব্যবসা	২৮ জন
৮.৯	কবুতর পালন	৭৫ জন
৯	ঋণের মাধ্যমে মডেল খামার স্থাপন	১,৪৬৯টি
১০	**টিকা প্রদানকৃত প্রাণির সংখ্যা (ইউপি ও আরইআরএমপি-২)**	
১০.১	ছাগল/ভেড়া (সংখ্যা) (PPR)	১৫,৩০০টি
১০.২	মুরগি (সংখ্যা) (RDV)	১৫,৪০০টি
১০.৩	মুরগির বাচ্চা (সংখ্যা) (BCRDV)	১৫,৪০০টি
১১	**কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো (ইউপি ও আরইআরএমপি-২) হয়েছে এমন প্রাণির সংখ্যা**	
১১.৫	গরু	৭১১২টি
১১.৬	ছাগল/ভেড়া	১২,০৪৫টি
১২	সবজি বীজ বিতরণ	৫৭,৬৯২ জন
১২.১	আধা-বাণিজ্যিক সবজির খামার স্থাপন	১,৮৬৩টি
১৩	পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সাধারণ সেশন (ইউপি ও আরইআরএমপি-২) পরিচালনা	১৯,৩৭৬টি
১৪	উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব	৬০টি
১৫	ফোরামের জন্য নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪৭টি
১৬	উজ্জীবিত পুষ্টি ফোরাম জন্য নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০টি
১৭	পরিদর্শনকৃত গর্ভবতী মহিলা	৩,৬২৭ জন
১৮	পরিদর্শনকৃত দুগ্ধদানকরী মা (<৬ মাসের শিশু রয়েছে)	৪,৩৩২ জন
১৯	পরিদর্শনকৃত শিশু (০-২৩ মাস বয়সী শিশু)	৯,১০৮ জন
২০	পরিদর্শনকৃত শিশু (২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশু)	৭,৬৯৮ জন
২১	ঝরে পড়া শিশুর পুনরায় স্কুলে ভর্তি	৪০ জন
২২	কমিউনিটি ইভেন্টস আয়োজন	৩৯টি
২৩	ইনফরমেশন শেয়ারিং সভা (জেলা পর্যায়ে)	২টি
২৪	উজ্জীবিত পুষ্টি গ্রাম	৪৮টি

প্রকল্পের গুণগত অর্জনসমূহ

প্রকল্প এলাকায় বিজ্ঞানভিত্তিক মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন একটি লাভজনক আয়-বর্ধক কর্মকাণ্ড (আইজিএ) হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে বিশেষ করে অতিদরিদ্র সদস্যরা ক্ষুধা ও দারিদ্র অবস্থা থেকে মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছে। মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের বাইরেও অনেক পরিবারই এখন মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন শুরু করেছে।

- কর্ম এলাকায় অনেক পরিবার ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, গাভী পালন, হাঁস-মুরগী ও কবুতর পালন করে বিকল্প জীবিকায়নের ভাল উদাহরণ তৈরি করেছে।
- নিয়মিত ভ্যাকসিনেশনের ফলে অতিদরিদ্র পরিবারের ছাগল ও হাঁস-মুরগির মৃত্যুহার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে বিধায় এসব ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সহজেই লাভের মুখ দেখছে।
- বসত বাড়িতে সবজি চাষের ফলে অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্যরা সহজে বিষমুক্ত সবজি খেয়ে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করছে এবং বেশকিছু পরিবার আধা-বাণিজ্যিক খামার স্থাপন করে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।
- অতিদরিদ্র সদস্যরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে বাণিজ্যিকভাবে কেঁচো সার উৎপাদন শুরু করেছে ফলে একদিকে কেঁচো সার ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে ও তারা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।
- দক্ষতা উন্নয়ন মূলকঅকৃষিজ প্রশিক্ষণ বিশেষ করে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদানের সাথে সাথে সেলাই মেশিনসহ আনুসঙ্গিক উপকরণ প্রকল্প হতে অনুদান হিসেবে দেওয়াতে দরিদ্র পরিবারগুলো নিয়মিত আয়ের পথ খুঁজে পেয়েছে। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও আয়ের সাথে যুক্ত হওয়ায় পরিবার ও সমাজে তাদের গুরুত্ব এবং মর্যাদা দুইই বৃদ্ধি পেয়েছে।
- অতিদরিদ্র পরিবারের বেকার কিশোর/যুবরা কারিগরি (ভোকেশনাল) প্রশিক্ষণ নেয়ার পর তারা এলাকায় মোবাইল সার্ভিসিং ও হাউজ ওয়ারিং এর দক্ষ মেকানিক হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। তাদের কাছ থেকে জনগণ খুব সহজে সেবা নিচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারে নতুন আয়ের পথ তৈরি হয়েছে।
- কমিউনিটি ইভেন্টস এর আওতায় স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের ফলে প্রকল্প এলাকার সাধারণ মানুষ ঘরে বসেই স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে ও রক্তের গ্রুপ জানতে পারায় তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে।
- পুষ্টি, স্বাস্থ্য, প্রজনন ও সামাজিক সমস্যা বিষয়ে কিশোরীদের সচেতন করার ফলে তারা কমিউনিটি পর্যায়ে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য প্রসারক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে এবং কিশোরীদের গৃহীত উদ্যোগের ফলে অনেক সামাজিক সমস্যার সহজ সমাধান হচ্ছে।

কর্ম এলাকায় সৃষ্ট দৃশ্যমান অভিঘাতসমূহ

- প্রকল্প এলাকার প্রায় প্রতিটি বাড়িতে সবজি চাষ হচ্ছে বিধায় প্রকল্প এলাকায় পুষ্টিহীনতা কমেছে, যা প্রকল্প কাজের প্রত্যক্ষ ফলাফলকেই নির্দেশ করে।
- সেলাই প্রশিক্ষণের ফলে এলাকায় এখন প্রায় ৪০০ জন দক্ষ দর্জি গড়ে উঠেছে, যেখান থেকে খুব সহজে এলাকার জনগণ তাদের পোষাক তৈরি করতে পারছে পক্ষান্তরে অতিদরিদ্র-দরিদ্র নারীগদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা পরিবারে স্থায়ী আয়ের পথ তৈরি হয়েছে।
- ব্লাড গ্রুপিং এর ফলে খুব সহজে অতিদরিদ্র মানুষগুলো তাদের রক্তের গ্রুপ সম্পর্কে জানতে পেরেছে। বিশেষ করে কিশোরী ও প্রজননক্ষম মহিলারা বেশি উপকৃত হয়েছে এবং অন্যদেরকেও উপকার করা সম্ভব হচ্ছে।
- গরীব কৃষকরা খুব সহজে তাদের জমিতে কেঁচোসার ব্যবহার করতে পারছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় ১২টি কেঁচো ক্লাস্টার গড়ে উঠেছে। সদস্যরা প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে নিজেরাই কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন যা প্রকল্প কাজের প্রভাবকেই নির্দেশ করে।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য প্রাপ্ত ফলাফল

প্রকল্পের সৃজনশীল উদ্যোগসমূহ

উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় কিছু সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা উজ্জীবিত প্রকল্পকে গতিশীল করেছে। বর্তমানে এসকল সৃজনশীল উদ্যোগসমূহ অন্যান্য প্রকল্পে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১৯টি ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প পরিচালিত হয়েছে কিশোরী ক্লাবের অধীনে
কর্ম এলাকায় ৬০টি কিশোরী ক্লাব রয়েছে
কিশোরী ক্লাবের সদস্য এ পর্যন্ত ১৮টি বাল্য বিবাহ বন্ধ করেছে
৪৮টি ডায়বেটিস টেস্ট মেশিনের মাধ্যমে তারা গ্রামের দরিদ্র জনগনের ডায়বেটিস পরিক্ষা করছে স্বল্প মূল্যে

৭৭২০টি বিভিন্ন গাছের চারা (পেয়ারা, পেপে, আমড়া, লেবু) বিতরন করা হয়েছে ৪৮টি পুষ্টি গ্রামে
উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব
পুষ্টি, স্বাস্থ্য, প্রজনন ও সামাজিক সমস্যা বিষয়ে কিশোরীদের সচেতন করা

উজ্জীবিত পুষ্টি গ্রাম/ক্লাস্টার
৪৮টি গ্রামে ২৪৭টি পুষ্টি সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি করা হয়েছে
গ্রামে বসবাসরত জনসাধারনকে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করা
The European Union's Food Security
ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্টের অ
ফলজ চারা বিতরণ
বাস্তবায়নে:
সহযোগি

৪৮টি পুষ্টি গ্রাম/ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে যেখানে ৭৭২০টি বিভিন্ন গাছের চারা (পেয়ারা, পেপে, আমড়া, লেবু) বিনামূল্যে বিতরন করা হয়েছে

যেখানে সবজিবেড়, টিপিট্যাপ, টিউবওয়েলের গোড়াবাধা/প্লাটফর্ম, স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন রয়েছে

১৭টি মাধ্যমিক ও ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প করা হয়েছে

প্রকল্প এলাকায় ৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এ উজ্জীবিত পুষ্টি ফোরাম গঠন করা হয়েছে

২২টি প্রাথমিক ও ২৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পুষ্টি কর্নার স্থাপন করা হয়েছে
যেখানে ওয়েট মেশিন, উচ্চতা মাপার ফিতা, আদর্শ পুষ্টি মান সংবলিত পোষ্টার, গ্রোথ চার্ট দেয়া হয়েছে
উজ্জীবিত পুষ্টি ফোরাম (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়)

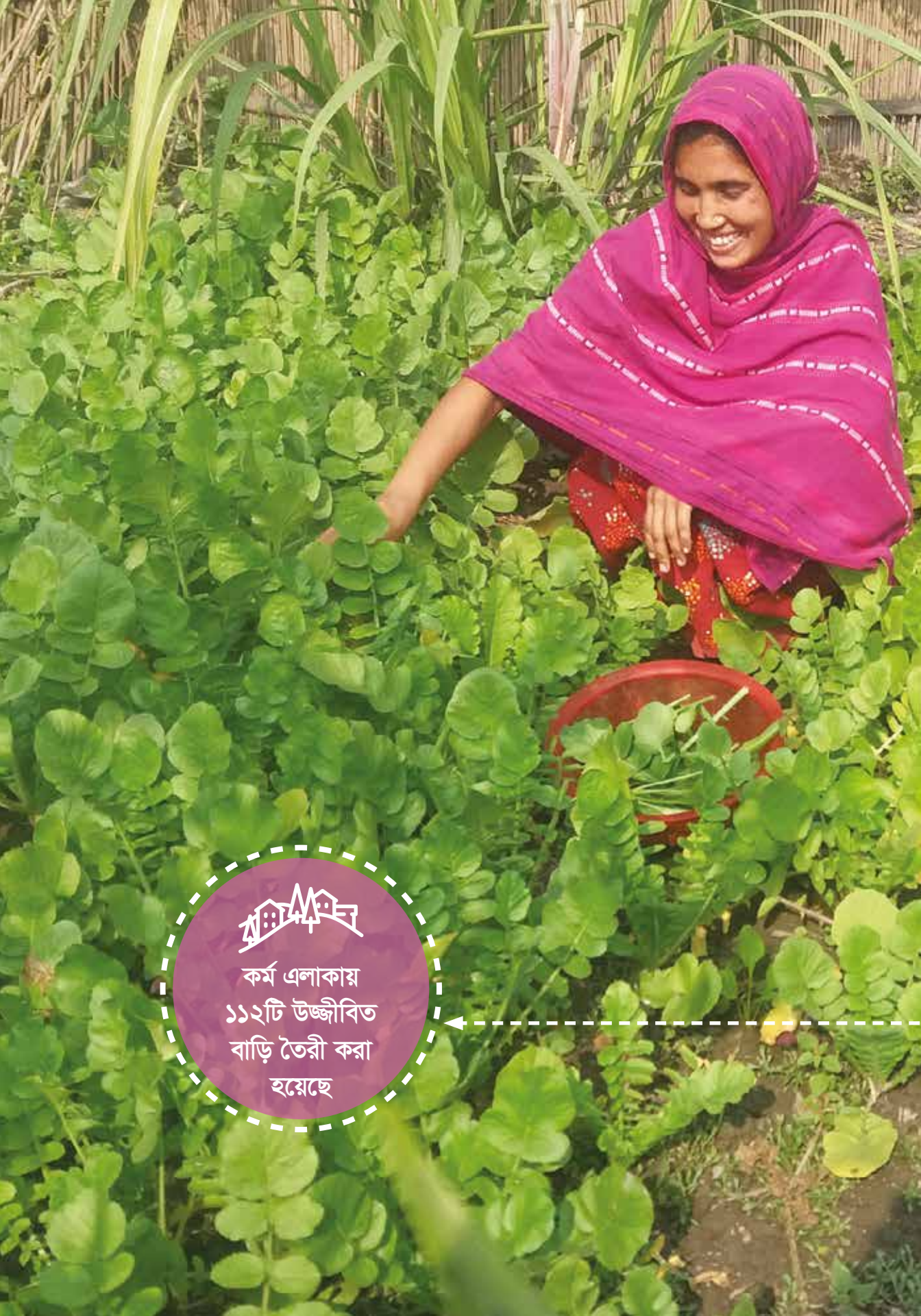
কর্ম এলাকায়
১১২টি উজ্জীবিত
বাড়ি তৈরী করা
হয়েছে

৪টি উজ্জীবিত ক্লাস্টার বাড়ি তৈরি করা হয়েছে
যেখানে কমপক্ষে ৮-১০টি করে বাড়ি রয়েছে
উজ্জীবিত বাড়ি

ঘটনা সমীক্ষা

হতভাগী তহমিনা এখন জয়িতা !

"এক কথায়, আগের চেয়ে আমি এখন অনেক ভালো আছি; **আমি এখন কারো মুখাপেক্ষী নই**।" সংক্ষেপে অনুভূতির কথা শুনতে চাইলে প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল) এর সাথে আলাপের শেষ মুহূর্তে কথা ক'টি জানালেন, মেহেরপুর জেলার ঐতিহাসিক মুজিবনগর উপজেলার ঢোলমারী গ্রামের জীবন সংগ্রামে জয়িতা তহমিনা বেগম। কুশল বিনিময়ের পর তার জীবন সংগ্রামের গল্পটা জানতে চাইলে শুরু করলেন যেভাবে, "দিনমজুর পিতার পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে আমি ২য়, সংসারের অভাব কমাতে মাত্র ১৪ বছর বয়সে বাবা আমাকে বিয়ে দেন পার্শ্ববর্তী ঢোলমারী গ্রামের আরেক দিনমজুর লিয়াকত আলীর সাথে। বিয়ের ৩ বছরের মধ্যে সংসারে যুক্ত হয় আমাদের দুই মেয়ে লাভলী (২৫) ও শিল্পী (২২)। ছোট সংসারে অভাব থাকলেও আমরা ভালই ছিলাম কিন্তু বিধি বাম! বেশীদিন স্বামীর ঘর করা হয়নি আমার, কারণ

বিয়ের ৪ বছরের মধ্যে স্বামীকে হারিয়ে বিধবা হই আমি। জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার!। পুত্র সন্তান না থাকায় শ্বশুর বাড়ীতে থাকার কোন অধিকার পায়নি। মেয়ে দুটিকে সাথে নিয়ে ফিরে আসি গ্রামীণ মেয়েদের শেষ ভরসা বাবা-মায়ের ভিটেয়। মাথা গোজার একটু ঠাঁই মেলে সেখানে। এক বেলা খেয়ে-না খেয়ে দিন কাটে আমাদের। শুরু করি আমার নতুন জীবন সংগ্রাম। পুরুষের মত অন্যের জমিতে কামলার কাজ করে কোন রকমে দিনাতিপাত করতে থাকি। অন্যের ক্ষেত খামারে কাজ করে যখন আর হলো না, তখন আমার শেষ সম্বল ১টা ছাগল বিক্রির ছয়শত টাকা মূলধন নিয়ে শুরু করি চালের ব্যবসা। রাত জেগে, ঢেঁকিতে ধান ভেনে, চাল তৈরি করে নিজের মাথায় চালের বস্তা নিয়ে বিক্রি করতাম। এভাবে চলে যায় প্রায় ১০ বছর। গ্রামে বিদ্যুৎ আসলে ঢেঁকিতে ধান ভানা বন্ধ করে রাইচ মিলে ধান ভানা শুরু করি। কিন্তু নিয়তি আমার পিছু ছাড়েনি, একদিন রাইচ মিলের মেশিনের আঘাতেই আমাকে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে হয়েছিল। তবে মিল মালিকের আর্থিক সহ-ায়তায় অল্প দিন পরই আমি সুস্থ হয়ে উঠি। বর্তম-ানে বেঁচে আছি প্রতিবন্ধী হিসেবে। শুধু কি তাই, মায়ের বাড়িতে যে জায়গাতে আমি থাকতাম, ছোট বোনটির বিয়ের জন্য সে জমিটুকুও বিক্রি করে দিতে হয়। দিশেহারা হয়ে পড়ি, এদিকে দূর্ঘটন-ার পর চালের ব্যবসাটাও ছেড়ে দিয়েছি। ভাবতে থাকি, আমি এখন কি করবো? এলাকায় লোক-মুখে জানতে পারি গ্রামে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর ঋণ কার্যক্রমের কথা। মনে মনে ভাবি, যদি সুযোগ হয়, তবে আমি তা হাতছাড়া করবা না। অবশেষে, সুযোগ এলো এবং আমি ২০১১ সালে ঢোলমারী গ্রামে অতিদিরিদ্রদের নিয়ে গঠিত **বৈশাখী মহিলা সমিতির** একজন সদস্যা হলাম। প্রথম দফায় তিন হাজার টাকা ঋণ পেলে একটি মা ছাগল কিনে নতুন করে শুরু করি ছাগল পালন"। এরপর একটু দম নিয়ে আবার শুরু করলেন ও শেষ করলেন যেভাবে।

"পর্যায়ক্রমে আমার ছাগলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তারপর ছাগল বিক্রির লভ্যাংশ্য দিয়ে ১টি গাভী গরু কিনি এবং পাশাপাশি অন্যের গরু পোষানি নিয়ে লালন-পালন করতে থাকি। গাভীর দুধ বিক্রি ও গরু পোষানি নিয়ে মেয়েদেরকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করিয়েছি। আস্তে আস্তে আমার ভাগ্যের চাঁকা একটু বদলাতে থাকে, আমি গরু বিক্রি করে ২কাঠা জমিও কিনেছি। প্রথমে মাটি ও টালি দিয়ে ঘর বানাই ও পরে ইটের এই বাড়িটি তৈরি করি। আমার ২ মেয়েকে বিয়ে দিই প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ করে তবে ১৮ বছরের পর এবং তারা মোটামুটি সুখেই আছে। ইতোমধ্যে আমি ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর উজ্জবীত প্রকল্পের আওতায় মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ এবং অনুদানের আট হাজার টাকা নিয়ে বর্তমানে মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন শুরু করি। এভাবে আমার উন্নতি ঘটতে থাকে আর আস্তে আস্তে দূর হতে থাকে সংসারের অভাব। বর্তমানে আমার বাড়িতে ছাগল আছে ৮টি, নিজের গরু ২টি ও অন্যের পোষানি গরু ২টি, হাঁস ২০টি, মুরগী ৩৮টি, কবুতর ১৫টি। উজ্জবীত প্রকল্পের শিক্ষা নিয়ে হাঁস-মুরগী ও ডিম বিক্রির টাকা দিয়ে বাড়িতে ১টি টিউবয়েল বসিয়েছি। আরো বেশি বেশি করে হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল পালনের কথা ভাবছি আমি। বর্তমানে আমার মোট সম্পদ প্রায় দুই লক্ষ টাকার। গ্রামের লোকজন আমাকে আপা না বলে তহমিনা ভাই বলে ডাকে। কারণ, আমি পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে মাঠে-ঘাটে কাজ করেছি, সংগ্রাম করে জীবন চালিয়েছি। আমার স্বপ্ন, আমি আমার বাড়িতেই একটি বড় করে ছাগল-গরুর খামার তৈরি করবো যার মাধ্যমে আমার স্বপ্ন পুরোপুরি পূরণ হবে"।

প্রতিবাদী প্রত্যয়ী বৃষ্টি!

‘‘মাগো, ও মা! তোমরা আমাকে এত কম বয়সে বিয়ে দিওনা, আমার সুন্দর জীবনটাকে নষ্ট করে দিওনা, আমি ডাক্তার হবো, আমি মানুষের মত মানুষ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবো। এ কথা বলা সত্ত্বেও বাবা-মা আমাকে জোর করেই বিয়ে দিয়ে দেয়”। কথাগুলো বলছিলো উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবের সদস্য বৃষ্টি। “আমি চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার নিভৃত পল্লী নাগদাহে বাবা-মা, দুই বোন ও এক ভাই নিয়ে বসবাস করি। আমার বাবা পেশায় একজন রাজমিস্ত্রী, মা গৃহিনী। দরিদ্র পরিবারে ১৯ আগস্ট, ২০০২ সালে আমার জন্ম। বৃষ্টির সময় জন্ম বলে মা-বাবা আমার নাম রেখেছিল বৃষ্টি। ভিটেটুকু ছাড়া মাঠে কোন জমি ছিল না আমাদের। বাবার রাজমিস্ত্রীর সামান্য আয় ও বাবার পাশাপাশি মা সেলাই-এর কাজ ও গরু-ছাগল পালন করে সংসারে সাহায্য করে আসছিল। বাবা-মায়ের স্বপ্ন ছিল, আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে উচ্চ শিক্ষিত করবে। এভাবে চলতে থাকে অভাবের সংসার ও আমার লেখাপড়া। ইতোমধ্যে আমাদের গ্রামে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে উজ্জীবিত প্রকল্প। মা অনেক আগে থেকেই ওয়েভ ফাউন্ডেশনের অতিদরিদ্র কর্মসূচির ঘাসফুল মহিলা সমিতির সদস্য ছিলেন। উজ্জীবিত প্রকল্পের প্রোগ্রাম

অফিসার (সোশ্যাল) নাইমুর মামা আমার মা'সহ সমিতির অন্যান্য সদস্যদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও প্রজনন বিষয়ে সমিতিতে আলোচনা করেন এবং সকলের কাছে প্রস্তাব দেন, আমাদের মত মেয়েদেরকে নিয়ে কিশোরী ক্লাব গঠন করার। সমিতির সভানেত্রী খালা তার বাড়িতে ক্লাব করার জন্য একটি রুম দেন। প্রকল্প সমন্বয়কারী, ইউনিট ম্যানেজার, প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল) ও প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল), ইউপি কর্মী ও সমিতির সদস্যদের উপস্থিতিতে ৩০ জানুয়ারি, ২০১৬ সালে ১২ জন সদস্য নিয়ে নাগদাহ উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে আমাদের ক্লাবের সদস্য ২০ জন। আমরা প্রতি সপ্তাহের শুক্রবারে নিজেরা এবং মাসে একদিন আমাদের প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল) নাইমুর মামা পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও প্রজনন বিষয়ে শিক্ষা দেন। সেই সাথে আমাদের খেলার জন্য কেরাম, লুডু এবং পড়ার জন্য পুষ্টি সংক্রান্ত বই, কারেন্ট নিউজ প্রদান করেন অফিস হতে। বাড়ি, স্কুল এবং ক্লাব এই নিয়ে আমাদের বেশ ভালোই কাটছিল। আমি নবম শ্রেণীতে সবেমাত্র ক্লাস শুরু করেছি তখন গ্রামের কিছু মানুষ ও আত্মীয়-স্বজন আমার বাবা-মাকে বোঝাতে থাকে যে, মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দাও, না হলে পরবর্তীতে বিয়ে দিতে পারবে না। বাবা-মাও তাদের কথা মত পাত্র খুজতে থাকে। মা আমাকে বিয়ের কথা বললে আমি মাকে কিশোরী ক্লাব থেকে বাল্য বিবাহের খারাপ দিকের যেসব কথা শিখেছি সেগুলোই বলি এবং সেই সাথে কিশোরী ক্লাবের বন্ধুরা এসেও মা-বাবাকে বোঝাতে থাকে। বাবা-মা আমার কিশোরী ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। আমার জীবনে নেমে আসে বিভীষিকাময় অন্ধকার! এরই মাঝে একদিন আমাদের উপজেলারই কাথুলী গ্রামের এক ছেলে এসে নিজেকে রেলওয়েতে চাকুরী করে বলে জানিয়ে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। আমার বাবা-মা ভাল চাকুরীজীবি পাত্র ভেবে তড়িঘড়ি করে বিয়ে দিতে রাজি হয়ে যায়। আমি আবারও অসম্মতি জানায় এবং আমার ক্লাবের বন্ধুরাও বাবা-মাকে বোঝায় কিন্তু অবশেষে আমাকে পার্শ্ববর্তী কামালপুর গ্রামে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে গভীর রাতে লুকিয়ে বিয়ে দিয়ে দেয়। কিছুদিন পর জানতে পারি, আমার স্বামী রেলওয়েতে চাকুরী করেনা, সে একজন বেকার ও নেশাগ্রস্থ। এরই মাঝে আমার স্বামী বাবা-মার কাছে এক লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করে। আমার পরিবার প্রথমে যৌতুকের টাকা দিতে না চাইলে স্বামী আমার উপর অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে। বাবা-মা সহ্য করতে না পেরে নব্বই হাজার টাকা দিয়ে একটি গরু বিক্রয় করে টাকা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। আমি বাবা-মাকে বোঝাতে থাকি যে, যৌতুক লোভী ও নেশাগ্রস্থ স্বামী বারবার যৌতুকের জন্য আমাদের চাপ দিতেই থাকবে। তার চেয়ে ঐ গরু বিক্রয় নব্বই হাজার টাকা দিয়ে আমি পূণরায় লেখা পড়া করতে চাই। বাবা-মা তাদের ভুল বুঝতে পেরে আমার স্বামীর সাথে ডিভোর্সের মাধ্যমে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে আমাকে আবার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তবে ডিভোর্স হওয়ার পর আমি ভেঙ্গে পড়ি ও হতাশাগ্রস্থ হয়ে যাই। সারাদিন ঘরের মধ্যে থাকতাম, কিছুই ভালো লাগতো না, এমনকি কারো সাথে তেমন কথাও বলতাম না। আমার ফিরে আসার কথা শুনে কিশোরী ক্লাবের বন্ধুরা আমার বাড়ি এসে আমাকে ও বাবা-মাকে পূণরায় বোঝাতে থাকে। তাদের সাথে আমি কিশোরী ক্লাবে যাওয়া শুরু করি ও স্কুলে ভর্তি হই। এখন আমি নাগদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১০ম শ্রেণীতে লেখাপড়া করি এবং কিশোরী ক্লাবের নিয়মিত সদস্য। ভবিষ্যতে একজন সেবিকা হয়ে মানুষের সেবা করতে চাই"। দৃঢ়চিত্তে বৃষ্টি তার কথা শেষ করলো এভাবে,"আমরা আমাদের গ্রামে আর কোন বাল্যবিবাহ হতে দেব না, যৌতুক দিতে-নিতে দেব না, যেভাবেই হোক, আমরা কিশোরী ক্লাবের মেয়েরা জোট বেঁধে রুখে দেব এসব অপকর্ম-অপসংস্কৃতি"।

বাল্য বিবাহ রুখে দিলো কিশোরী ক্লাব

‘কয়েক দিন পরেই আমার মাধ্যমিক পরীক্ষা, চোখে অনেক স্বপ্ন। লেখাপড়া শেষ করে স্বনির্ভর হয়ে মা-বাবা ও দেশের সেবা করতে চাই। অথচ কিছুদিন আগে আমার লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। কিশোরী ক্লাবের বন্ধুরা না থাকলে যে কি হতো! ভাবতেই আমার গা শিউরে ওঠে’।

কথাগুলো বলছিল, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা গ্রামের রেশমা খাতুন। উজ্জীবিত প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল) এর কাছে মনের চাপা কথাগুলো যেভাবে বললো রেশমা, “তিন ভাই-বোনের মধ্যে আমি দ্বিতীয়। সংসারে অভাব-অনটন থাকলেও গতবছর নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়েকে দ্রুত বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চায় দরিদ্র মা-বাবা। এই খবর মায়ের কাছ থেকে শুনে খুবই হতাশ হয়ে

পড়ি আমার ভবিষ্যৎ, পড়ালেখা সর্বোপরি স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। উৎকণ্ঠিত হয়ে আমার হতাশার কথা চিৎলা উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবের বন্ধুদের জানায়। বন্ধুরা মিলে সিদ্ধান্ত নেয়, যেভাবেই হোক আমার বিয়ে বন্ধ করা। পরিকল্পনামাফিক কিশোরী ক্লাবের ঊনিশজন বন্ধু আমার বাবা-মায়ের কাছে বাল্য বিবাহের নানাদিক কুফল তুলে ধরে। যেমন- অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিলে নানারকম স্বাস্থ্য ঝুঁকি যেমন-গর্ভপাতজনিত মৃত্যু, শরীর ভেঙে যায় ইত্যাদি; একজন সবল ও শিক্ষিত মা'ই কেবল বুদ্ধিমান ও পুষ্ট শিশুর জন্ম দিতে পারে; বিয়ে বন্ধ করে পড়াশোনা চালিয়ে গেলে পরিবারসহ সবার জন্য ভালো হবে ইত্যাদি। শেষমেষ দেখা যায়, বন্ধুদের এই সাহসী উদ্যোগ বৃথা যায়নি। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর বাব-মা আমার ভবিষ্যতের কল্যাণের কথা ভেবে প্রায় হতে যাওয়া বিয়ে ভেঙে দেন। বেঁচে যাই আমি ও আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ। সাথে সাথে আমি এলাকায় সবার কাছে চিহ্নিত হই একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে। চিৎলার কিশোরীদের এই সাফল্য গাঁথা আর আমার বাবা-মায়ের সংবেদনশীলতার গল্প এখন সবার মুখে মুখে"। এক পর্যায়ে প্রোগ্রাম অফিসার সোস্যাল রেশমার বাবার সাথে তাঁর অনুভূতির কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "কি ভুলটাই না করতে গেছিলাম। আমার অতোটুকুন মেয়ে। আমরা মূখ্য-সুখ্য মানুষ এতো কি আর জানি-বুঝি বাবা! ঐ ক্লাবের মেয়েরা আমাদের বুঝিয়ে বললে আমরা বাল্য বিয়ের খারাপ দিকগুলো জানতে পারি। সব জেনে-শুনে নিজের মেয়ের এতো বড় সর্বনাশ কী হতে দিতে পারি? আমি চাই, ও লেখাপড়া শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়াক। সত্যি কথা বলতে কি, রেশমা এখন পুরোদমে আসন্ন ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওর চোখে-মুখে এখন অনেক স্বপ্ন, যেন নতুন এক প্রতিজ্ঞার প্রতিফলন"। এরই ফাঁকে হাসতে হাসতে রেশমা বলে উঠলো, "কিশোরী ক্লাবের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই ভাইয়্যা! এখান থেকে আমি-আমরা যেমন জেনেছি আমাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ তেমনি সেই জ্ঞান আমরা ছড়িয়ে দিচ্ছি আমাদের বাবা-মা, প্রতিবেশী এবং অন্যসব বন্ধুদের মধ্যে। আলোকিত হচ্ছি আমরা সবাই আর সেই আলোর ছটায় আলোকিত হচ্ছে আমাদের সমাজ, আমাদের গর্ব -আমরা এক-একজন বন্ধু যেন কিশোরী ক্লাবের আলোকবর্তিকা"।

ছাগল পালন করে স্বাবলম্বি হবার পথে রাবিয়া

মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন করে কী লাভ হয়েছে, সংক্ষেপে অনুভূতির কথা শুনতে চাইলে প্রোগ্রাম অফিসার সোস্যাল এর সাথে রাবিয়া খাতুন বললেন, "ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ছোট নদী ভৈরবের দু'পাশে অজপাড়া গাঁ সোনালীডাঙ্গায় আমার জন্ম। গ্রামের আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে কিছুদুর গেলেই আমাদের ছোট্ট বাড়ী। এই বাড়িতেই বাবা সলেমান আলী ও মা আনোয়ারা খাতুন এর সাথে বাস করতাম আমি রাবিয়া খাতুন ও বড় বোন। অভাব অনটনের সংসারে গ্রামের স্কুল পেরিয়ে মাধ্যমিকে পা রাখতেই গ্রামের চিরাচরিত নিয়ম মতো বিভিন্ন দিক থেকে আমার বিয়ের কথা আসতে থাকে এবং ২০০০ সালে পার্শ্ববর্তী ভাতঘরা গ্রামের আসন আলীর মেজো ছেলে হাসান আলীর সাথে বিয়ে হয় আমার। বিয়ের ঠিক এক বছর পর ২০০১ সালের জানুয়ারী মাসে আমাদের ঘর আলো করে একটি কন্যা সন্তান

জন্ম নেয়। প্রথম সন্তান বলেই আদর করে তার নাম রাখি আসমা। শৈশব পেরিয়ে যখন কৈশরে পদার্পন করতেই বুঝতে পারি আমাদের আদরের মেয়েটি আসলে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী। আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। শুরু হয় টানাপোড়নের সংসার। এরই মধ্যে আমাদের ২য় মেয়ের জন্ম এবং সবশেষে ২০১২ সালে ঘরে আসে আমাদের একটি পুত্র সন্তান। সংসারের অভাব যেন বাড়তে থাকে। স্বামীর পাশাপাশি বাড়তি আয়ের জন্য আমি আমার অল্প শিক্ষাকে পুঁজি করে শুরু করি নতুন করে পথ চলা। আমার নিজের কষ্টে উপার্জিত সামান্য টাকা দিয়ে ২০০৯ সালে দুটি ছাগল কিনে পালতে থাকি। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কিছুদিন পর ছাগল দুটি মারা যায়। হতাশা থাকলেও ভেঙে পড়ি না। প্রতবেশীদের কথা শুনে কিছু একটা করার জন্য ওয়েভ ফাউন্ডেশন পরিচালিত কালিগঞ্জ শাখার বুনিয়াদ বর্ষা মহিলা সমিতির সদস্য হই। ২০১৫ সালের মার্চ মাসে উজ্জীবিত প্রকল্পের মাধ্যমে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন বিষয়ে দুই দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী পরিবার হিসেবে আমাকে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনে অনুদান প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়। অনুদান হিসেবে ৮০০০ টাকা পাবো এই কথা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি তবুও প্রোগ্রাম আফিসার টেকনিক্যাল পলাশ ভাইয়ের পরামর্শক্রমে ছাগল পালনের জন্য একটি আদর্শ মাচা তৈরি করি। এরপর আনুদানের টাকায় দুটি মা ছাগল প্রদান করে আমাকে। ছাগলের কোন সমস্যা হলে আগেই পাওয়া প্রশিক্ষণের শিক্ষা কাজে লাগিয়ে আমি নিজেই আমার ছাগলের প্রাথমিক চিকিৎসা করি। একে একে আমার ২টি থেকে ৮টি ছাগল হয়। মনে হয় আমার জবীনে যেন একটু সুখ আসছে। দুটি ছাগল ১২০০০/= টাকায় বিক্রি করে প্রতিবন্ধী মেয়ের চিকিৎসার জন্য খরচ করি। বড় মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন দিক থেকে মেয়ের বিয়ের কথা আসতে থাকে। কিন্তু একতো অভাবের সংসার, সাথে প্রতিবন্ধী মেয়ের চিকিৎসা আবার মেয়ের বিয়ে, কিভাবে সম্ভব। আমরা অনেকটা দিশেহারা। অবশেষে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাশের গ্রামের এক ছেলের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়। বিয়ের খরচ যোগাতে আমি ১৩০০০/= টাকায় আরও দুটি ছাগল বিক্রি করি এবং মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন করি। বর্তমান আমার ছাগল আছে ৪টি"। সবশেষে প্রোগ্রাম অফিসার রাবিয়া খাতুনকে ধন্যবাদ দিয়ে তার গল্পটি এক কথায় শুনতে চাইলে তিনি বললেন,

"আমি তো সবই বলেছি, তবুও বলি, অভাবী সংসারে আমি তেমন কিছু করতে না পারলেও উজ্জীবিত প্রকল্প থেকে মাচায় ছাগল পালনের যে উপকার আমার বাস্তব জীবনে পেয়েছি, তা আমি কোন দিনও ভুলতে পারবো না। তাই গ্রামের গরীব মা-বোনদের বলবো, অভাব ঘোচাতে তোমরা সবাই মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন শুরু করো"।

জমজ তনয়দ্বয়কে নিয়ে সুখি নাছিমা দম্পতি

'ওরা আমার চোখের মণি, ওদেরকে ঘিরেই আমার সুখ-স্বপ্ন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' এই কথাগুলো দিয়েই শুরু করলো নাছিমা বেগম তার দুঃখ-সুখের গল্প। "কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের আড়কান্দি গ্রামে পিতা মৃত জিন্নাত হোসেন ও মাতা তরজিনা বেগমের ৫ ছেলে-মেয়ের মধ্যে আমি মেজো। আমাদের দেশে গ্রাম এলাকায় প্রতিটি মা-বাবা তাদের সাধ্যের মধ্যে অনেক আদর-যত্ন দিয়ে মেয়েকে বড় করে ও বয়স হলে বা না হতেই বুকভরা আশা নিয়ে বিয়ে দেয় এই ভেবে যে, বিয়ের পর মেয়ে তার স্বামীর ঘরে নিজ সংসার সাজিয়ে সুখে শান্তিতে বাস করবে। কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজে প্রতি পদে পদে অবহেলিত আমরা, বাবার বাড়ি কিংবা স্বামীর বাড়ি সব জায়গাতেই আমরা নির্যাতিত-নিগৃহীত। অভাব অনটনের সংসারে মাত্র ১৬ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায় আমার। শুরুতেই আমার স্বামী অনেক

টাকা যৌতুক দাবি করে যা পূরণ করতে পারেনা আমার গরিব বাবা। শুরু হয় নির্যাতন ও শেষ পর্যন্ত আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়ে দেয়। কিছুদিন পর বাবা আমাকে একই ইউনিয়নের কুচিয়ামোড়া গ্রামের স্বপন মিয়ার (পেশায় নাপিত) সাথে আমার দ্বিতীয় বিয়ে দেয়। কিছুদিন পর আমার কোলজুড়ে এসেছিল এক পুত্র সন্তান, বেশ সুখেই ছিলাম আমরা। মাত্র ১৮ বছর বয়সে হঠাৎ এক অজানা রোগে মারা যায় আমাদের একমাত্র ছেলেটি, পরিবারে নেমে আসে শোকের কালো ছায়া। ছেলের শোক ভুলতে আমরা চেয়েছিলাম আবার সন্তান নিতে। সে সময় আমি পরপর দু'বার সন্তান ধারণ করি কিন্তু অসাবধানতা ও অপুষ্টির কারণে ছয় মাস গর্ভকালীন সময়ে দু'বারই যমজ সন্তান হয়ে মারা যায়। এভাবে সন্তান মারা যাওয়ায় স্বামী আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়, আবারো সংসারে নেমে আশে অশান্তি। সংসারে টাকা-পয়সা দেওয়া বন্ধ করে দেয় স্বামী। আমি হয়ে পড়ি অনেকটা দিশেহারা। এরই মধ্যে আমি লোকমুখে জানতে পারি, 'ওয়েভ ফাউন্ডেশন' গ্রামে সমিতি করে ঋণ দিচ্ছে। আমি অতিদারিদ্রদের নিয়ে গঠিত কাকলি-২ মহিলা সমিতির একজন সদস্য হই ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে। প্রথম অবস্থায় আমি ১৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ছাগল পালন শুরু করি। ছাগল বাড়তে থাকলে ছাগল পালনের পাশাপাশি আমি ৪টা ছাগল বিক্রি করে একটি গরু ও মুরগি কিনে পালন শুরু করি। এতদিন পর যেন একটু উন্নতির পথ খুঁজে পাই। এরই মধ্যে ২ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে আমি আবার গর্ভবতী হই। আনন্দ ও ভয়ের মধ্যে দিন কাটে আমার, যদি আবারও অপুষ্টির কারণে অকালে প্রসব হয়ে মারা যায়! তাই এবার কোন ভুল না করে প্রথম ২ মাসের মধ্যে ওয়েভ ফাউন্ডেশন পরিচালিত উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল) নাসরিন আপার কাছ থেকে গর্ভকালীন মায়েদের পরিচর্যা ও খাদ্য-পুষ্টি বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ ও সেবা গ্রহণ শুরু করি। যেমন: গর্ভকালীন সময়ে টিটি টিকা গ্রহণ, সুসম খাদ্য খাই, আয়রন ও ক্যালসিয়াম বড়ি খাই নিয়মিত। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ভারী কাজ থেকে বিরত থাকি। এভাবে চলতে চলতে বিগত মে মাসের ১৬ তারিখে আমি সুস্থ-স্বাভাবিক যমজ বাচ্চা প্রসব করি। ওদের প্রত্যেকের ওজন ছিল ২.৫০ কেজি করে। প্রসবের পর আমি এবং ওরা (জুনাইদ-জুবাইর) দু'জনই সম্পূর্ণ সুস্থ্য থাকি। সত্যি কথা বলতে আপা, আমরা এখন সত্যিই সুখি, ***ওদেরকে (জুনাইদ-জুবাইর) ঘিরেই এখন আমাদের জীবন, সুখ-স্বপ্ন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*** আর সবকিছুই সম্ভব হয়েছে, ওয়েভ ফাউন্ডেশন ও উজ্জীবিত প্রকল্পের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবার জন্য - আসলেই আমরা আপনাদের সবার কাছে ঋণী"।।

৬.১ প্রকল্পের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ

- প্রকল্পের আওতায় বেশিরভাগ প্রশিক্ষণ অনাবাসিক এবং ভেন্যু নিজ এলাকায় হওয়ায় অনেক সময়ই সকাল ৯.০০টা হতে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত প্রশিক্ষণার্থী ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ে;
- সেলাই প্রশিক্ষণ মাসব্যাপী বিধায় ভেন্যুতে সেলাই মেশিনের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কায় থাকতে হয়;
- অনেক ক্ষেত্রে সুবিধাজনক স্থানে কিশোরী ক্লাবের জন্য সুনির্দিষ্ট জায়গা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে;
- স্বভাবগত ভাবেই মানুষ তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস পরিবর্তন করতে চায়না বিধায় তাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারনা এবং কাজের বাইরে যে কোন সৃষ্টিশীল উদ্যোগ বাস্তবায়ন সবসময়ই বেশ চ্যালেঞ্জ;
- সকল কর্মএলাকায় অতিদরিদ্র সদস্যদের উৎপাদিত কেঁচো সার বিক্রয় কঠিন হয়ে যায়।

৬.২ শিক্ষণীয় ও সুপারিশমালা

- অতিদরিদ্র পরিবারের কর্মক্ষম নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ উপযোগী ও নিয়মিত আয়-বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করা গেলে টেকসইভাবে তাদের দারিদ্র হ্রাস করা তথা বিমোচন করা সম্ভব;
- পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে নারী ও কিশোরীদের স্বচ্ছ ধারণা প্রদান ও করণীয়গুলো প্রাত্যহিক জীবনে চর্চা করানো নিশ্চিত হলে সুস্থ জাতি গঠন সম্ভব;
- পুষ্টি পরিমাপের টুলস্ ও তার ব্যবহার, শিশুর অপুষ্টি ও করণীয় এবং সমান পুষ্টিমানের সস্তা খাবার তালিকা সম্পর্কে নারী ও কিশোরীদের স্বচ্ছ ধারণা প্রদান পরিবারের অপুষ্টি রোধে খুবই কার্যকর;
- পুষ্টি, প্রজনন ও সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টিতে উজ্জীবিত প্রকল্পের আদলে কিশোরী ক্লাব, স্কুল ফোরাম, উজ্জীবিত বাড়ি ও উজ্জীবিত ক্লাস্টার গঠন নিয়ামক মাধ্যম হতে পারে;
- মানুষের প্রচলিত ধ্যান-ধারনা ও দীর্ঘদিনের অভ্যাস পরিবর্তন করতে বাকি প্রকল্প মেয়াদে বা ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে সামাজিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ অতীব জরুরী;
- ভবিষ্যতে এ ধরনের নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নে উজ্জীবিত প্রকল্পের আদলে কিশোরী ক্লাব, স্কুল ফোরাম, উজ্জীবিত বাড়ি ও ক্লাস্টার গঠন সম্প্রসারণ করা যেতে পারে;
- অতিদরিদ্র পরিবারের টেকসইভাবে দারিদ্র বিমোচনে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি কিংবা একাধিক Phase -এ বাস্তবায়ন অধিক যৌক্তিক।

৬.৩ উপসংহার

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়ন এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন-পিকেএসএফ এর ঋণ ও কারিগরি সহায়তাসহ নিবিড় তদারকিতে বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুত এসডিজি অর্জন তথা 'টেকসইভাবে বাংলাদেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করা'র লক্ষ্যকে সামনে রেখে সহযোগী সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত নির্ধারিত ৫ জেলায় বিগত ১লা নভেম্বর, ২০১৩ থেকে শুরু হয় Food Security 2012 Bangladesh - Ujjibito শীর্ষক প্রকল্পটি। ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের কিছু সৃজনশীল উদ্যোগসহ প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় লক্ষ্যভূক্ত সদস্য ও তাদের খানার মানসম্মত জীবনযাপনের উপায় সৃষ্টি হয়েছে, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির টেকসই উন্নয়ন ঘটছে এবং সদস্যগণের ক্ষমতায়ন তথা নিজেদের ও খানার সদস্যদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে এসব উদ্যোগ চলমান বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুত এসডিজি অর্জনে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে যা অব্যাহত রাখা সংশ্লিষ্ট সকল মহলের জোর দাবি।

© WAVE Foundation 2018